২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপ

সূচনা:

সরকার কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন। এডিপি'র সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপরে অনেকাংশেই নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এ সকল প্রকল্প পর্যালোচনার মধ্যে প্রত্যেক অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অন্যতম। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তার একটি ধারণা সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের সময় বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন এবং গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিতভাবেই প্রতিটি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার একটি সম্যক ধারণা লাভ করা;
- প্রকল্পসমূহের মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়-এর একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা;
- প্রকল্পসমূহের সার্বিক আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতির অংগভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন তুলে ধরা;
- সরেজমিন পরিদর্শনসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা যাতে করে ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণকালীন সময়ে এ সমস্যা দূর করা যায়; এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহ দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন যাতে করে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি'র একটি অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা। সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময়ে যে সকল যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

- বাস্তব অগ্রগতি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক এডিপিভুক্ত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় যোগদান এবং কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল অংশিদারদের (stakeholders) (যেমন: পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়) সংগে পর্যালোচনা এবং মত বিনিময়;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কমিটি (পিআইসি) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি পর্যালোচনা;
- আরএডিপি পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ, কারিগরী সহায়তা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অধিকাংশই চলতি প্রকল্প এবং বেশ কিছু প্রকল্প নতুন প্রকল্প হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত কিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয়। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার প্রকাশ করা হলো:

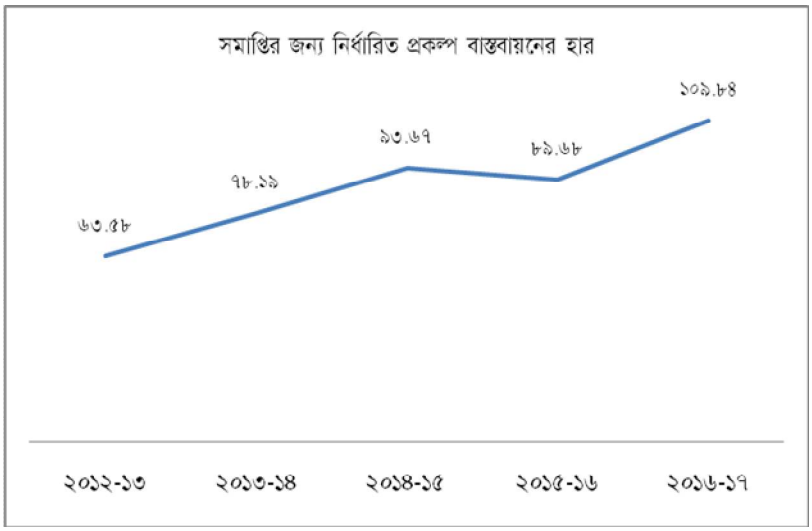

পার্শ্ববর্তী চিত্র-১ এ গত ২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা হ্রাস পেলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার প্রায় ৮৬.৯৯ শতাংশ।

চিত্র-১: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প বাস্তবায়নের হার

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ:

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ১,৫৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে ১,২০৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১৮৫টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প, ১৩টি জাপানী ঋণ মওকুফ সহায়তা তহবিল প্রকল্প ও ১৪৩টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প এবং ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাত। এডিপিভুক্ত ১,৫৪৮টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ২৪০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতভিত্তিক সমাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি:

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রতি অর্থবছরে বিভিন্ন মেয়াদে এ সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এ বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ -এর অধীনে ২৪০টি প্রকল্প/কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ (২৪০টি) উক্ত অর্থবছরের মোট এডিপি প্রকল্পের (১,৫৪৮টি) প্রায় ১৫.৫০%।

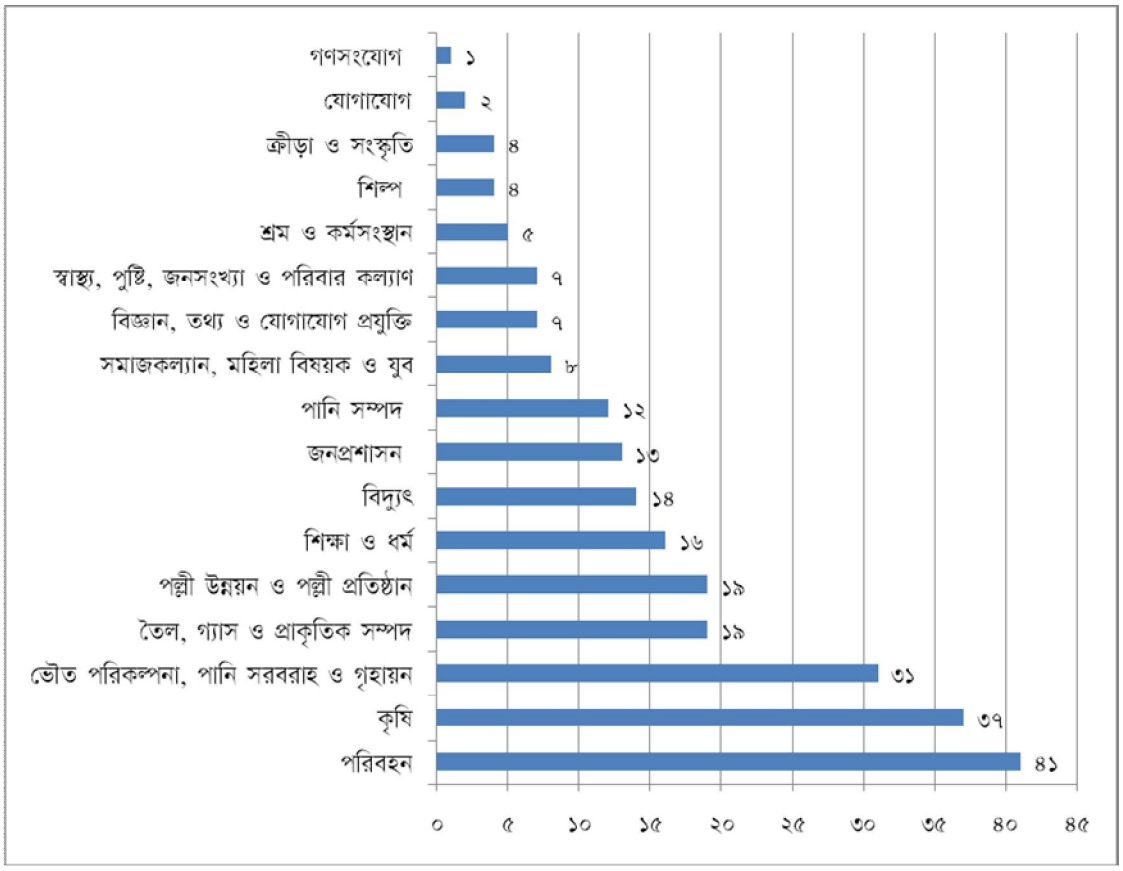

চিত্র-২: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন চিত্র (এডিপি সেক্টর অনুযায়ী)

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও সুপারিশসমূহ:

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
কৃষি (ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ. সেচ) সেক্টর:			
০১।	প্রকল্পের আওতায় ১০০০টি গভীর নলকূপ সচল করা হলেও তন্মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ায় ১৫৭টি কূপ (মোট কূপের ১৫.৭%) কমিশনিং/চালু করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে যশোর জেলায় ১৩টি নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়নি। এর ফলে উক্ত স্কীমের আওতায় কৃষকরা সেচের সুবিধা পাচ্ছে না। প্রকল্পের আওতায় যে সকল গভীর	০১।	প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত যে সকল গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়নি সেগুলোতে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য এবং সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পবিস/পিডিবি-এর সাথে সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়নি তার একটি তালিকা পিসিআর এ সংযোজন করা প্রাসংগিক/সমীচীন হবে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিএডিসি'র নিয়ন্ত্রাধীন আরও ৩৮৫০ টি অচালু গভীর নলকূপ রয়েছে। এগুলো ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে চালুর বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।		
০২।	গভীর নলকূপ স্কীমের আওতায় পর্যাপ্ত কমান্ড এরিয়া থাকা সত্ত্বেও বারিড সেচনালার দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় (৬০০ মিটার) কমান্ড এলাকার সবটুকু সেচের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। গভীর নলকূপের সেচের পানি পূর্ণ ব্যবহারের জন্য সেচনালার দৈর্ঘ্য ৬০০ মিটারের পরিবর্তে ১০০০ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা গেলে সেচ এলাকার পরিমাণ ৮০-১০০ একর পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।	০২।	কৃষি জমির অপচয় রোধ, সেচকৃত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং একই সেচযন্ত্র দ্বারা অধিক এলাকা সেচের আওতায় এনে অধিক খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভবিষতে কোন গভীর নলকূপের পটেনশিয়াল সেচ কমান্ড এরিয়া বিবেচনায় বারিড পাইপের লাইনের দৈর্ঘ ইকোনমিক উপায়ে নির্ধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।
০৩।	নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন, কৃষক পর্যায়ে উৎপাদনের কলা-কৌশলের প্রয়োগ, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের ১ দিনের প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয়।	০৩।	নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন, কলা-কৌশল, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।
০৪।	বিএসআরআই এর মাঠ পর্যায়ে কোন অফিস বা কর্মকর্তা না থাকায় বিএসআরআই -এর প্রধান কার্যালয় থেকে সকল কার্যক্রম পরিচালনায় কিছুটা অসুবিধা হয়েছে এবং প্রকল্প শেষ হওয়ায় বর্তমানেও প্রকল্পের আইউটপুট সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।	০৪।	প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল (আউটপুট) কৃষক পর্যায়ে ব্যপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইক্ষু চাষের জন্য সম্ভাবনাময় জেলাসমূহে বিএসআরআই এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।
০৫।	কৃষক কৃষিজাত ফসলের মত ইক্ষু ক্ষেতও কান্ড পচা, রেড রস্ট জাতীয় নানাবিধ ভাইরাস রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় ইক্ষু চাষীবৃন্দের কাংখিত উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	০৫।	ইক্ষু চাষের সম্পৃক্ত সমস্যাবলী যথাযথভাবে নিরসণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে বিএসআরআই এর মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
০৬।	ইক্ষু কর্তন, মাড়াই ইত্যাদি অত্যান্ত শ্রম নির্ভর কাজ এবং ইক্ষু মাড়াইসহ অন্যান্য কাজে যন্ত্রপাতির অভাবে ইক্ষুর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কৃষকেরা ইক্ষু চাষে বেশী লাভবান হতে পারছেনা।	০৬।	বিএসআরআই, ডিএই বা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থার তত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় ইক্ষু উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
০৭।	রংপুরের বিভিন্ন চরাঞ্চলসমূহে ইক্ষু চাষের ব্যপক সম্ভাবনা থাকলেও প্রকল্প শেষ হওয়ায় প্রশিক্ষণসহ বিএসআরআই থেকে অন্যান্য সহযোগিতা বর্তমানে কৃষকেরা পাচ্ছেনা। ফলে দরিদ্র কৃষকবৃন্দ ইক্ষুচাষে নতুনভাবে আগ্রহী হচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী আউটকাম অর্জনের বিষয়ে কিছুটা আশংকা রয়েছে।	০৭।	প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি সুফল লাভ করতে ইক্ষু চাষের জন্য সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকাসমূহে বৃহদাকারের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে বা বিএসআরআই রাজস্ব বাজেট থেকে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৮।	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থায়ী কোন ওয়েআউট পরিকল্পনা বিবেচ্য প্রকল্পে রাখা হয়নি। স্থায়ী ব্যবস্থাপনা না থাকলে প্রকল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদী সুফল লাভের সম্ভবনা	০৮।	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বিভিন্ন স্থাপনা,বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি থেকে দীর্ঘমেয়াদী সুফল লাভের লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থায়ী ওয়েআউট পরিকল্পনা রাখতে হবে এবং বর্তমান প্রকল্পের আওতায়

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	কম।		ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।
০৯।	গবেষণা কার্যক্রমের সুযোগ সুবিধাদি বিএআরআই-এর আঞ্চলিক কার্যালয়সমুহেও সম্প্রসারণ করা হলে বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বালাইনাশকের মাত্রা পরীক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজতর হত মর্মে প্রতীয়মান হয়।	০৯।	বিএআরআই-এর গবেষণা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ বিএআরআই-এর অন্যান্য আঞ্চলিক কার্যালয় সমুহেও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
১০।	মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট কিংবা বিএআরআই -এর নিজস্ব তহবিল (যদি থাকে) বা অন্য কোন নতুন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়।	১০।	বিএআরআই, ডিএই এর কর্মকর্তা/বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ সহকারীবৃন্দের পেশাগত জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট কিংবা বিএআরআইএর নিজস্ব তহবিল (যদি থাকে) বা অন্য কোন নতুন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
১১।	প্রকল্পের আওতায় নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়িয়া ও টিলা এলাকায় বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান সৃজন করা হলেও গাছের যথাযথ পরিচর্যা না করায় বাগানে প্রচুর আগাছা বিদ্যমান রয়েছে এবং অধিকাংশ গাছের স্বাস্থ্য দুর্বল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে এবং কিছু কিছু কৃষকের আগ্রহে ঘাটতি আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।	১১।	প্রকল্পের আওতায় সৃজিত বাগানসমূহের যথাযথ পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
১২।	রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার বসন্তকেদার গ্রামের গভীর নলকূপ ও প্রি-পেইড মিটার যে ঘরে স্থাপিত ঘরটির ছাদ, দেয়াল ও মেঝের অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ দেখা যায়। প্রি-পেইড মিটারের নিরাপত্তার জন্য গভীর নলকূপের ঘরের দেয়াল, ছাদ ও মেঝের প্রয়োজনীয় মেরামত প্রয়োজন।বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত প্রি-পেইড মিটার পরিচালনার জন্য স্থায়ীভাবে অপারেটর নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।	১২।	প্রি-পেইড মিটার/টেলিমিটারের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার বসন্তকেদার গ্রামসহ অন্যান্য গ্রামে স্থাপিত প্রি-পেইড মিটার স্থাপিত জরাজীর্ণ ঘরঘুলি বিএমডিএ এর নিজস্ব তহবিল অথবা অন্য কোন উন্নয়ন প্রকল্পের খাত থেকে মেরামত/ সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৩।	প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় সেচের সম্প্রসারণসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। একইসাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং কৃষকের সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ভূমিকা রেখেছে। তবে এ সকল অর্জন প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণে হয়েছে তা শুধুমাত্র বিস্তারিত সমীক্ষার মাধ্যমে নিরূপন করা যেতে পারে।	১৩।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় সেচের এলাকা ও কৃষি উৎপাদন কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠি/কৃষকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কৃষকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রকল্প কতটুকু ভূমিকা রেখেছে- এ বিষয়ে প্রকৃত/পরিষ্কার চিত্র পাওয়ার লক্ষ্যে বিএমডিএ একটি বিস্তারিত সমীক্ষার সম্পাদন করতে পারে।
১৪।	পুন:খননকৃত খালের বিভিন্ন পয়েন্টে এবং নদীর সকল পয়েন্টে সারা বছর পানি থাকে (Water basin) সেখানে আরো অধিক সংখ্যক এলএলপি স্থাপন করলে অধিক সংখ্যক কৃষক উপকৃত হবে।	১৪।	পুন:খননকৃত খালের বিভিন্ন পয়েন্টে এবং নদীর সে সকল পয়েন্টে সারা বছর পানি থাকে (Water basin) সেখানে আরও অধিক সংখ্যক এলএলপি স্থাপন করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।
১৫।	পরিদর্শিত সকল সাইটের কৃষকেরা এ মর্মে মতামত দেন যে, খাল পুন:খননের ফলে কৃষি জমিতে জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে। স্থাপিত এলএলপি'র মাধ্যমে এবং বারিড সেচনালা স্থাপনের ফলে সেচ খরচ তথা কৃষি উৎপাদন খরচ হ্রাস পেয়েছে। তবে	১৫।	কৃষি জমির অপচয় রোধ, সেচের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং একই সেচ দ্বারা অধিক এলাকা সেচের আওতায় এনে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য ইকোনমিক উপায়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	বারিড সেচনালার দৈর্ঘ্য পর্যাপ্ত নয় মর্মে তারা উল্লেখ করেন।		
১৬।	ব্যাংকিং দিবস পূর্ব নির্ধারিত হওয়াতে কখনও কখনও ব্যাংকিং দিবস ছুটির দিন অথবা ধর্মীয় উৎসবের দিনে পড়ে যাওয়ায় কিস্তি আদায় ও ঋণ কার্য ব্যাহত হয়েছে।	১৬।	ব্যাংকিং দিবস কোন সরকারি ছুটি বা অন্য কোন ধর্মীয় উৎসবের দিন হলে পরবর্তী কার্যদিবস ব্যাংকিং দিবস হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে।
১৭।	ফসলের প্রদর্শনী প্লটে আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেলেও কৃষক যখন নিজ ব্যবস্থায় আবাদ করেছে তখন রোগের বিস্তার ঘটেছে, ফলন ভালো হয়নি।। মাঠ পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণের ফলো আপ মনিটরিং দেখা যায় না। উদ্ভাবিত ফসলের জাতসমূহ কৃষকদের নিকট সহজলভ্য করার জন্য বিএডিসি, বারি ও ডিএই কর্তৃক সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	১৭।	মাঠ পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণের ফলো আপ মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। উদ্ভাবিত ফসলের জাতসমূহ কৃষকদের নিকট সহজলভ্য করার জন্য বিএডিসি, বারি ও ডিএই এর সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
১৮।	বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে গ্রীনহাউজের নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি যন্ত্রপাতিসহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে অটোমেশন পদ্ধতির পরিবর্তে ম্যানুয়াল সিস্টেম দ্বারা গ্রীনহাউজের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।	১৮।	গ্রীনহাউজের যন্ত্রপাতিসহ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের অটোমেশন ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৯।	উপজেলা নির্দেশিকা/ইউনয়ন নির্দেশিকার ভিত্তিতে অদ্যাবধি Crop Production Plan করা হচ্ছে ন। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না।	১৯।	ডিপিপি'র নির্দেশনা মোতাবেক 'উপজেলা নির্দেশিকা/ ইউনিয়ন নির্দেশিকা' এর ভিত্তিতে দেশব্যাপী ব্লক ও মৌজা লেভেলে Crop Production Plan প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়, ডিএই ও এসআরডিআই এর সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করার পরামর্শ প্রদান করা হলো।
২০।	এসআরডিআই- এর আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের গবেষণাগারে বিদ্যমান জনবল অনুমোদিত জনবলের চেয়ে কম থাকায় গবেষণা কার্যক্রম এবং কৃষকের মাটির নমুনা পরীক্ষা, সার সুপারিশ ইত্যাদি সেবা চাহিদা মেটাতে বিলম্ব/সমস্যা হচ্ছে।	২০।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহ কার্যকরি ও টেকসই করার জন্য এসআরডিআই এর কারিগরি জনবলের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হলো।
২১।	প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনের তুলনায় খুব অল্প সংখ্যক কৃষক প্রশিক্ষণের সংস্থান ছিল। অধিকাংশ কৃষকই এসআরডিআই এর সেবা সম্পর্কে অবহিত নয়। প্রকল্প সমাপ্তির পর অদ্যাবধি কোন কৃষক প্রশিক্ষণ হয়নি। ডিএই এর পক্ষ থেকেও এসআরডিআইএ এর সেবা সম্পর্কে প্রচারণা যথেষ্ট নয়। এমনকি ডিএই এর নিজস্ব যে সকল প্রদর্শনী করা হয়, সেগুলোতেও এসআরডিআই এর নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয় না মর্মে জানা যায়। এ সকল কারণে এসআরডিআই এর সেবাসমূহের বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পাচ্ছে না।	২১।	এসআরডিআই এর সেবাসমূহ সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটে পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান রাখার জন্য সুপারিশ করা হলো।প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করার জন্য এসআরডিআই ও ডিএই-এর পক্ষ হতে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।
২২।	সিডিবি এর গবেষক/বিজ্ঞানীর অভাব রয়েছে। ১৯৯১ সালে বাংলাশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এর তুলা গবেষণা শাখার ২৫ জন কর্মকর্তাকে সিডিবি এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে সিডিবি এর নিয়োগ বিধি অনুমোদিত হয় এবং	২২।	প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট তুলা গবেষণা সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তুলা গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষক/বিজ্ঞানী ও অন্যান্য সহায়ক জনবল নিয়োগ প্রদান করতে হবে। গবেষণার জন্য রাজস্ব বাজেটে পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য রাজস্ব খাতে পদ সৃজন করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি নিয়োগ বিধি চূড়ান্ত হয়নি বিধায় কোন নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। সিডিবি এর বিভিন্ন গবেষণা ফার্মে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার মোট ২২ টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ০৯ জন কর্মরত রয়েছেন। গবেষকের অভাবে তুলা গবেষণা কার্যক্রম কার্যতঃ স্থবির হয়ে পড়েছে বলে জানা যায়।		রাখা প্রয়োজন।
২৩।	শ্রীপুর তুলা ফার্মের ল্যাবরেটরীর ভবনের রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্পের আওতায় ল্যাবরেটরী ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত ভবনের ছাদে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। শ্যাওলা ও আবর্জনার পুরু স্তর পরিলক্ষিত হয়। ইতোমধ্যে ছাদ তথা ভবনের ক্ষতি হয়েছে মর্মে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে।	২৩।	ল্যাবরেটরি ভবনসহ সকল ভবনের ছাদে যাতে পানি না জমে সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং ভবনের ওপরের গাছের ডাল নিয়মিত কর্তন/ছেটে দিতে হবে। শ্রীপুর ফার্মে ল্যাবরেটরি ভবনের ছাদে জলাবদ্ধতার কারণে ছাদ তথা ভবনের কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা সেটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত/পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২৪।	তুলা চাষীরা তুলা চাষে আগ্রহের পাশাপাশি অনাগ্রহের বিষয়ও উল্লেখ করেন। তুলা চাষে যে অধিক সময়ের অর্থ্যাৎ ৭-৮ মাস (বপন থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। ফসল উৎপাদনে বিনিয়োগের রিটার্ন পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ফসলে কীটপতংগের আক্রমণও অনেক বেশী। দেশে যে সব জাতের তুলা চাষ করা হয়, তাতে ফলন যথেষ্ট হয় না।	২৪।	তুলার স্বল্প মেয়াদী জাত Bt. Cotton, উচ্চফলনশীল জাত ও প্রতিকুলতা সহিষ্ণু জাত (লবনাক্ত ও খরা) উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
২৫।	হাইব্রীড তুলার বীজ থেকে উৎপাদন বেশী হলেও এ বীজের (মূলত: আমদানিকৃত) মূল্য অনেক বেশী (কেজি প্রতি তিন হাজার টাকা। আন্তজার্তিক বাজারে তুলার মূল্য দেশী বাজারে তুলার মূল্য অপেক্ষা কম হওয়ায় এবং দেশে মোট তুলা আমদানির সিংহভাগ বেসরকারি পর্যায়ে হয়ে থাকে বিধায় তুলা চাষ আর্থিকভাবে লাভবান হবে কীনা, তুলা চাষীরা সে বিষয়ে সংশয়ে থাকেন। এছাড়া তামাক চাষ তুলা চাষ অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক বিবেচনায় চাষীরা তুলা অপেক্ষা অন্য ফসলে আগ্রহ বোধ করে থাকেন। এ সকল কারণে দেশে তুলা চাষের জমির পরিমাণ ও ফলন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।	২৫।	তুলা উৎপাদনকারী দেশ হতে স্বল্প মেয়াদী জাতের তুলা আমদানি করে মাল্টিপ্লিকেশনের ব্যবস্থা করা এবং প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট গবেষণার সুবিধাদির মাধ্যমে তুলার স্বল্প মেয়াদী জাতের উদ্ভাবন করতে হবে। উচ্চ ফলনশীল তুলার জাতের জন্য একর প্রতি তুলা উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় দেশসমূহ হতে ব্রিডার সীড আমদানি করে মাল্টিপ্লিকেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
২৬।	খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার দুর্গাকার বাড়ী গ্রাম সাইটে নির্মিত ড্যামের দেয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হওয়ায় সম্পূর্ণ দেয়াল ধসে পড়ার অশংকা সৃষ্টি হয়েছে যা কাজের গুনগতমান ভাল হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। একইভাবে মংরামপাড়ায় (খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা) ড্যামের এপ্রোনে মাটি সরে/ধসে গেছে। ডাউনস্ট্রীম ও আপস্ট্রীমের ভূমি উন্নয়নের কাজ করা হয়নি বিধায় নির্মিত এ ড্যাম কোন কাজে আসছে না। সামগ্রিকভাবে প্রকল্প	২৬।	দুর্গাকার বাড়ী গ্রাম সাইটে (দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি) নির্মিত ড্যামের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মংরামপাড়া সাইটে (খাগড়াছড়ি সদর) নির্মিত ড্যামের এপ্রোন মেরামত, ভূমি উন্নয়ন সহ প্রয়োজনয়ীয় সকল কাজ সম্পন্ন করে ড্যামটি দ্রুত অপারেশনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দুর্গাকার বাড়ী গ্রাম সাইটে (খাগড়াছড়ির দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি) নির্মিত ড্যামের কাজের গুনগতমান ভাল না হওয়ায় এবং মংরামপাড়া, ড্যাম সাইটে (খাগড়াছড়ি

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বারি এর পক্ষ হতে যথাযথ সুপারভিশন করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।		সদর)ড্যম নির্মাণের সামগ্রিক কাজ সম্পন্ন না করায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২৭।	উল্লাপাড়া হিমাগারের আলু 'লোডিং ও আনলোডিং' ব্যবস্থা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করা হয়েছে। পরিদর্শনে জানা যায় যে, হিমাগারে ৩-৪ স্তরে আলুবীজ সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রতিটি ৮০ কেজির বস্তা শ্রমিকেরা কাধে নিয়ে প্রায় ৩০ ফুট উপরে উঠা-নামা করে যা কষ্টকর, ব্যয়সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ।	২৭।	ভবিষ্যতে নতুন হিমাগার নির্মাণের সময় আলুবীজ লোডিং/আনলোডিং এর জন্য ম্যানুয়েল ব্যবস্থার পরিবর্তে যান্ত্রিকভাবে সম্পন্নের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
২৮।	নবনির্মিত হিমাগারটি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির অনুমোদিত ১৭ টি পদের বিপরীতে ০৪ জন কে পদায়ন করা হয়েছে। হিমাগারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অবশিষ্ট জনবল অবিলম্বে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন মর্মে বিএডিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অবহিত করেন।	২৮।	বিএডিসি'র হিমাগারসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ দক্ষ জনবল দ্বারা নিশ্চিত করতে ?। হিমাগারসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ডোমার খামারে ব্রীডার ও ভৌত বীজ উৎপাদন এবং টিস্যু কালচার কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের জন্য ঘাটতি জনবল পূরন করতে হবে।
২৯।	বগুড়া হিমাগারটি BMRE করণের পর ২০১৫ সাল থেকে পূর্ন ক্ষমতায় পরিচালিত হচ্ছে। তবে এ হিমাগারের মুল ৫০০ মে.ট. ক্ষমতার ইউনিটটি ১৯৭৭-৭৮ সালে নির্মিত হওয়ায় হিমাগারের ছাদের বিভিন্ন অংশে রডে মরিচা ধরেছে ও রড বের হয়ে গেছে, কুলিং চেম্বারে কাঠের র‍্যাকসমূহের অবস্থা নাজুক। সার্বিকভাবে হিমাগারের অবস্থা খুব জরাজীর্ণ দেখা যায়। পুরাতন ৫০০ মে.ট. ক্ষমতার ইউনিটের সটিং শেড এর স্পেসও যথেষ্ট নয় মর্মে জানা যায়।	২৯।	বগুড়া হিমাগারের জরাজীর্ণ ভবনের সংস্কার ও কুলিং চেম্বারের র‍্যাকের মেরামত/প্রতিস্থাপন এবং শর্টিং শেডের স্পেস সম্প্রসারণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৩০।	ডোমার খামারে প্রকল্পের আওতায় ১৫ একর ভূমি উন্নয়নের পরও এখনো ৩৬ একর বালুকাময় জমি রয়েছে। এছাড়া খামারে ৮০ একর নীচু জমি রয়েছে। এ সকল জমি পর্যায়ক্রমে ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে বীজআলু উৎপাদনের আওতায় নিয়ে ১০০ মে.ট. বীজআলু উৎপাদন করা সম্ভব।	৩০।	ডোমার খামারে বালুকাময় জমি ও নীচু জমি পর্যায়ক্রমে ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে বীজ আলু ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদনের আওতায় আনয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩১।	প্লান্টলেট উৎপাদন বৃদ্ধি তথা ব্রীডার বীজআলু ও ভিত্তি বীজআলু বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিস্যু কালচার ল্যাব সম্প্রসারণ ও গবেষণার আধুনিক সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	৩১।	ব্রীডার বীজআলু ও ভিত্তি বীজআলু বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিস্যু কালচার ল্যাব সম্প্রসারণ ও গবেষণার সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৩২।	ডোমার খামারে নির্মিত সীমানা প্রাচীরের অনেক স্থানে প্রাচীরের নীচে উম্মুক্ত রয়েছে যা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়নি। ফলে জীবজন্তু ও মানুষের অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ রয়েছে যা গুনগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে মর্মে আশংকার সৃষ্টি হয়েছে।	৩২।	ডোমার খামারে নির্মিত সীমানা প্রাচীরের নীচে মাটি দিয়ে ভরাট না করা এবং সর্টিং শেডের মেঝে ঢেবে যাওয়া ও মেঝেতে ফাটল সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩৩।	পরিদর্শনে জানা যায় যে, ডোমার খামারে ১০০০ মে.ট. ক্ষমতাসম্পন্ন হিমাগারটিতে বাস্তবে ৭১০-৭২০ মে. ট. (বস্তার উপর বস্তা হিপ করর) সংরক্ষণ করা যায়। এতে বস্তার চাপে বীজআলুর গুনগত মান নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। রাংকিং সিস্টেমে রাখলে	৩৩।	ডোমার খামারে ১০০০ মে.ট. ক্ষমতাসম্পন্ন হিমাগারটিতে র‍্যাকিং সিস্টেম ও আলু সংরক্ষণের আধুনিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	বীজের গুনগতমান ঠিক থাকে। এছাড়া হিমাগারটিতে প্রিকুলিং/প্রিহিটিং চেম্বার নেই। ফলে বীজআলু সংরক্ষণ ও বিতরণের সময় অসুবিধার সৃষ্টি হয়।		
৩৪।	প্রকল্প মেয়াদের ০৬ বছরের মোট ১৩ (তের) জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। মাত্র ০২ (দুই) জন প্রকল্প পরিচালক এক বছরের বেশী সময় দায়িত্ব পালন করেছেন। ডিপিপি মোতাবেক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সিডিপি ক্রপস), বিএডিসি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়ক হয় না। এ বিষয়টি ভবিষ্যতে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।	৩৪।	ভবিষ্যতে সরকারি পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর:			
০১।	১. বায়োগ্যাস সিএনজিতে রূপান্তর করা কারিগরীভাবে সফল হলেও সীমিত উৎপাদনের ফলে আর্থিকভাবে লাভজনক হচ্ছে না; ২. দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত ১১১টি বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে উৎপাদিত গ্যাস পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ক্যাম্পাসে এনে বোতলজাত করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না বলে প্রতীয়মান হয়; এবং ৩. বায়োগ্যাস প্লান্টে প্রতিদিন গড়ে ৯০০-১০০০ কেজি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভব। প্লান্টটিতে পূর্ণ ধারণ ক্ষমতায় (Full Capacity) বর্জ্য প্রদানে ব্যাপক জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে।	০১।	১. কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্রকল্পটি বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বায়োগ্যাস বোতলজাত করার চেয়ে উপ-প্রকল্প এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা অধিক লাভজনক। নবায়নযোগ্য শক্তির সরবরাহ, জৈবসার ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পরিবেশ বান্ধব, জলবায়ু সহিষ্ণু, আয়বর্ধনমূলক, কর্মস্থানসহ গ্রীণ হাউজ গ্যাস হ্রাসকরণে টেকসই মডেল এ প্রকল্পের সম্প্রসারণ করা যেতে পারে; ২. খাদ্য নিরাপত্তা ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে জৈবসার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে তথা মাধ্যমে এ প্রকল্পের সুফল পৌছে দিতে ডিএলএস, ডিএই, বিআরডিবি, বিএডিসিসহ বিভিন্ন এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে; ৩. এ প্রকল্পে শুধুমাত্র উত্তরাঞ্চলের জন্য গরু বর্গা না দিয়ে সীড ক্যাপিটাল থেকে অন্যান্য অঞ্চলের সকল উপ প্রকল্পে সুফলভোগীদের পছন্দ অনুযায়ী ঋণ প্রথার পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বর্গা প্রথায় গরু প্রদান করা যেতে পারে; ৪. বায়োগ্যাস সিএনজিতে রূপান্তর করা কারিগরীভাবে সফল হলেও সীমিত উৎপাদনের ফলে আর্থিকভাবে লাভজনক হচ্ছে না ফলে বায়োগ্যাস উপ-প্রকল্প এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা অধিক লাভজনক। এজন্য নিরবচ্ছিন্ন বায়োগ্যাস উৎপাদনে কমপক্ষে ৪০-৫০টি বাড়িতে বায়োগ্যাস সংযোগ ও পর্যাপ্ত গোবর যোগান দিতে সক্ষম এরূপ এলাকাকে আগামীতে প্রকল্প গ্রহণে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে; ৫. জৈব সার প্লান্টের কম্পোনেন্ট হিসেবে প্রক্রিয়াজাতকরণ অবকাঠামো নির্মাণ, গ্রাইন্ডিং মেশিন ও চপিং মেশিন সরবরাহ করা হলে প্রকল্পের জন্য

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
			অধিকতর ফলপ্রসু হবে; এবং ৬. প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এলাকায় ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধিসহ নতুন আঙ্গিকে (কমিউনিটি ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, নিরাপদ পানি ও নবায়নযোগ্য শক্তি সরবরাহ, গ্রাম হতে শহরে মাইগ্রেশন প্রবণতা হ্রাসকরণে, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, অর্গানিক পদ্ধতির প্রতিফলন) টেকসই উন্নয়নের এ সকল কার্যক্রমসমূহ অব্যহত রাখার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
০২।	**১.** প্রশিক্ষণ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ প্রকল্পের আওতায় ০১ দিনের প্রশিক্ষণ, ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ সময় জ্ঞান আহরন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য অপ্রতুল। প্রশিক্ষণ পরবর্তী কালে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Refreshers' Training Course চালু করলে উপকারভোগীরা আরও সমৃদ্ধ হবে মর্মে আলোচনায় জানা যায়; **২.** অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের পর মুলধনের অভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনা। ফলে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তার জীবনে ও অর্থনৈতিক অবস্থায় কোন উন্নয়ন ঘটাতে পারেনা; **৩.** পরিদর্শনকৃত ৯টি সমিতির মধ্যে ৮টি সমিতির ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকলেও তা প্রতিষ্ঠানিক লেনদেনের কাজে সব সময় ব্যবহার হয়না। এতে হস্তমজুদ হতে অর্থ আত্মসাতের সম্ভবনা বৃদ্ধি পায়।	০২।	**১.** জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমিতির বয়স ০৪ থেকে ০৬ বছর। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি প্রথম পর্যায়ের সমিতিগুলো কালের পরিক্রমায় টেকসই (sustainable) বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ের সমিতিগুলোর বয়স ০৪ থেকে ০৬ বছর। এ সমিতিগুলোর নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা পরিচালনায় অধিকহারে পরিবারভূক্তি ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা সহ নিবিড় মনিটরিং এর প্রয়োজন রয়েছে; **২.** সমিতিগুলোর সদস্য সংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শতাধিক এবং সমিতিগুলো পুঁজি গঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। কোন কোন সমিতি ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রম আরো গতিশীল ও জোরদার করা আবশ্যক। এলক্ষ্যে প্রকল্প থেকে নিবিড় ফলোআপ করা অত্যন্ত প্রয়োজন; **৩.** প্রশিক্ষণ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেজন্য প্রশিক্ষণ খাতে আরও বরাদ্দ থাকা দরকার। সকল প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া আরহিত জ্ঞান ঝালাইকরণের জন্য Refresher's Course চালু করা যেতে পারে; **৪.** এ প্রকল্পে টেলরিং এন্ড গার্মেন্টস, ইলেক্ট্রনিক্স/ ইলেকট্রিক্যাল, প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস/ওয়েলডিং এন্ড ফেব্রিকেশন/সোলার প্যানেল ইত্যাদি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু অধিকতর বহুমুখী (diversified) হওয়া দরকার। বিশেষ করে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণে কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং, মটর ও পাম্প মেকানিক, গ্রাম্য পশু চিকিৎসক, প্যারামেডিক, ব্লক ও বুটিক, ড্রাইভিং, অটোমোবাইল মেরামত ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে শুধুমাত্র বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান যেমন-যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অন্যান্য

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
			সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা যথাযথ হবে; এবং **৫.** পর্যবেক্ষণে সমাজের সর্বাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে সমিতি গঠনের কার্যক্রম চোখে পরেনি। সমিতিগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সীমিত। এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থানকারী মানুষের উন্নয়নকল্পে নতুন সমিতি গঠনকালে সরকারের সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে অধিক সংখ্যক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে বিশেষ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চালানো আবশ্যক; এবং **৬.** প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। সে কারণে এ সকল কার্যক্রমসমূহ অব্যহত রাখার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
পানি সম্পদ সেক্টর:			
০১।	**Environmental Impact Assessment (EIA) Study of 30 different BWDB Projects to be implemented under Climate Change Trust Fund (CCTF)** প্রকল্পের Internal ও External অডিট সম্পাদন করা হয়নি।	০১।	প্রকল্পের আওতায় যে ১৭টি প্রকল্পের Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পাদনপূর্বক Environmental Management Plan (EMP) প্রণয়ন করা হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে; প্রকল্পের Internal ও External অডিট সম্পাদনপূর্বক আইএমইডিতে অবহিত করতে হবে;
০২।	**Feasibility Study & Detailed Engineering of Ganges Barrage Project** ২০০৩ থেকে শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২০১৬ সালে সমাপ্তিকালে মোট ১৩ বছরে ২৬ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন; যা মোটেই কাম্য নয়। প্রকল্পের Internal ও External অডিট সম্পাদন করা হয়নি।	০২।	ভবিষ্যতে এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে; প্রকল্পের Internal ও External অডিট সম্পাদনপূর্বক আইএমই বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে; এবং প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে সমীক্ষার পরে প্রাপ্ত তথ্য ও ডিজাইন অনুযায়ী গঙ্গা ব্যারেজ স্থাপনে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
০৩।	**নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প** প্রকল্প এলাকায় ২০/২২ টি অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, ইতোমধ্যে এ বিষয়ে তাঁরা ২২টি মামলা করেছেন।	০৩।	প্রকল্পের আওতায় যে সকল স্থানের ব্লকসমূহ এখনই ডেবে গেছে সেগুলি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক অনতিবিলম্বে মেরামত করার ব্যবস্থা নিতে হবে; প্রকল্পটির আওতায় বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন নামাজপাড় গেইট এলাকার ফ্লাড ওয়ালের ত্রুটি মেরামত করতে হবে; আউটলেট সংলগ্ন পানি নিষ্কাশনের জায়গা যেস্থানে ভেংগে গেছে/নষ্ট হয়েছে সেগুলি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক অনতিবিলম্বে মেরামত করার ব্যবস্থা নিতে হবে; ফ্লাড ওয়ালের ভিতরে যে সকল জায়গায় ময়লা/ গৃস্থলী বর্জ্য ফেলা হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
			ফ্লাড ওয়ালের ভিতরে যে সমস্ত অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তা উচ্ছেদ করতে হবে। আদালতের চলমান মামলাগুলোতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে; প্রকল্পটির উপর দ্রুত **External Audit** সম্পাদন করতে হবে।
০৪।	**বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দরিপাড়া এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।** প্রকল্পটির আওতায় ৩.২৩৫ কি:মি: নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের অন্তরপড়া অংশে প্যাকেজ-১ ও দড়ি পাড়ায় অংশে ৭,৮,৯,১০ নং প্যাকেজের কাজ না করলেও হতো কারণ এ অংশে সংরক্ষণ কাজ শুরু করার প্রায় ২ বছর পূর্বেই প্রকল্প স্থানে চর পড়ে নদী দূরে সরে গেছে এবং চরে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এ প্যাকেজ সমূহের কার্যক্রম বন্ধ করা হলে সরকারের অর্থের সাশ্রয় হতো মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ অথচ প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছে বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় যমুন নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংরক্ষণ। প্রকল্পটির নামকরণ যথাযথ হয়নি। স্টক পাইলিং (রির্জাভ সিসি ব্লক) জনগণের শস্যক্ষেতে মজুদ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময়ে চেয়ে অনেক বেশী সময় লেগেছে।	০৪।	ডিপিপি/আরডিপিপিতে অনুমোদিত থাকার পরও প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম শুরু করার পর যদি কোন প্রকল্পের কোন অংশের কার্যক্রম অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় তা বাস্তবায়ন না করে সরকারি অর্থের সাশ্রয় করার উদ্যোগ নিতে হবে; প্রকল্পের রিজার্ভ সিসি ব্লকসমূহ নদী তীরবর্তী কৃষকদের জমিতে দীর্ঘদিন ফেলে তাঁদের সমস্যা সৃষ্টি না করার ব্যবস্থা নিতে হবে; ভবিষ্যৎ -এ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের কাজের সাথে প্রকল্পের নামকরণের সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার বিষয়টি বিবেচানায় রাখতে হবে; প্রকল্পটির উপর দ্রুত **External Audit** সম্পাদন করতে হবে।
০৫।	**যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিলসমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়, ২য় সংশোধিত)** প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজের অবস্থান ও ব্যাপকতার তুলনায় নিবিড় তদারকির জন্য মাঠ পর্যায়ে যথাযথ জনবলের অভাব ছিল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে যথাযথ ও কার্যকরী তদারকির অভাবে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত মান কিছুটা খারাপ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে; নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে না পারায় ক্ষোভ ও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে; TRM একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এটি বন্ধ করা হলে নদী ভরাট হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে এবং জনঅসন্তোষ সৃষ্টি হবে।	০৫।	TRM একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। নিয়মিত পলি অপসারণের ব্যবস্থা না করা হলে নদী বা খাল ভরাট হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে; বিদ্যমান স্লুইচ গেইটের সম্মুখে নিয়মিত পলি অপসারণের ব্যবস্থা রাখতে হবে; নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত না করায় নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে আরও যত্নবান হতে হবে; চুক্তিমুল্যের চেয়ে বেশি অর্থ কেন ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে এর কারণ খতিয়ে দেখতে হবে; ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর থেকে ২০১০-২০১১ পর্যন্ত সময়ে যে সকল অডিট আপত্তি হয়েছে সেগুলা অদ্যাবধি নিস্পত্তি করা হয়নি কেন তার দায়-দায়িত্ব নিরূপন করতে হবে; পানি নিষ্কাশনের সুযোগ রেখে পলি মাটির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুষম ভরাট নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচানায় রাখতে হবে;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
			প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষনা করার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনার ১ (এক) বছরের অধিককাল পর কেন পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে তা যাচাই করে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করতে হবে।
০৬।	**ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)** তিন বছর মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সময়ে ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে বদলী জনিত কারণে তাঁরা প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে পারেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম নদীর তীর সংরক্ষণ; ১০টি প্যাকেজ আওতায় ৩.৫০ কি:মি: নদী তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে। নিয়োজিত ঠিকাদারগণ কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তিকৃত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি মর্মে জানা যায়। পরবর্তীতে বেশ কিছু প্যাকেজের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে কার্যসম্পাদন কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্প সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় জানা যায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ০৪/০৬/২০১৫ তারিখে ৪০১ নং স্মারকে প্যাকেজ ৭, ৮, ৯ এবং ১০ এর আওতায় Variation কাজের অনুমোদন ডিপিপি সংশোধন সাপেক্ষে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ডিপিপি সংশোধন সম্পর্কিত কোন তথ্যাদি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কেউ দিতে পারেনি। বর্ণিত প্যাজেগুলোতে মোট ৬.১৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত কাজ করা হয়েছে, যা ডিপিপির সংস্থান বর্হিভূত/যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত সম্পদিত কাজ হিসাবে গণ্য করা যায়।	০৬।	তিন বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পে ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কিছুটা বিরূপ প্রভাব পড়ে। ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালক কে ঘন ঘন বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে ডিপিপি সংশোধন করা হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং অননুমোদিতভাবে ৬.১৫ কোটি টাকার কাজ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। মন্ত্রণালয়/সংস্থা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারে; প্রকল্পের মেয়াদকালে বিভিন্ন সময়ে ৩ জন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেকে একই সময়ে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসৃত হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যাতে নিয়োগ প্রদান করা না হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তা নিশ্চিত করতে হবে; প্রকল্প সমাপ্তির পর ইতোমধ্যে ৯ মাস অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ অডিট এখনও হয়নি। প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্নের জন্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত নদীর তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে বাস্তবায়িত কাজের স্থায়ী সুফল পাওয়া যাবে না। স্থায়ী সুফল প্রাপ্তির জন্য বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
০৭।	**নাটোর জেলার কালিগঞ্জ-সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বর্ণাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।** তিন বছর মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সময়ে ৪ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে বদলী জনিত কারণে তাঁরা প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রেমে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে পারেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা	০৭।	প্রকল্পের আওতায় ২.৫৭৫ কি: মি: নদীর তীর সংরক্ষণের কার্যক্রম ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তম্মধ্যে ২.৫১৫ কি: মি: তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রয়োজন না হওয়ার কারণে ৬০ মিটার তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়নি। ডিপিপি প্রণয়নকালে নীড এসেসমেন্ট যথাযথভাবে না করার কারণে উল্লেখিত ৬০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাযক্রম ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহনের প্রাক্কালে নীড এসেসমেন্ট অথবা ফিজিবিলিটি ষ্টাডি সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আরও সতর্ক

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	অনুযায়ী একই ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হতে পারেন না। অথচ এ প্রকল্পের মেয়াদকালে ৪ জন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। নিয়োগ প্রাপ্তদের প্রত্যেকে রাজশাহী পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদাধিকার বলে এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান। নিয়োগপ্রাপ্ত ৪ জন প্রকল্প পরিচালক প্রত্যেকে একই সময়ে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম নদীর তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ। সকল নির্মাণ কাজ ৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। নিয়োজিত ঠিকাদারগণ কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তিকৃত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারেন নি। পরবর্তীতে প্রত্যেকটি প্যাকেজের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে কার্যসম্পাদন কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিলম্বিত হলেও সে সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেননি। বর্ণাই নদীতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক নির্মিত রাবার ড্যামের মাধ্যমে নদীতে পানি সংরক্ষণের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে মর্মে সমাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম চলার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেননি। প্রকল্পটি সমাপ্তির ১০ মাস পূর্বে একবার অডিট সম্পন্ন হয়। এটি আংশিক অডিট। সমাপ্তির পর ইতোমধ্যে ৯ মাস অতিবাহিত হলেও পূর্নাঙ্গ অডিট এখনও হয়নি।		থাকতে হবে; ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালক কে ঘন ঘন বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে; প্রকল্পের মেয়াদকালে বিভিন্ন সময়ে ৪ জন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেকে একই সময়ে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসৃত হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যাতে নিয়োগ প্রদান করা না হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তা নিশ্চিত করতে হবে; বর্ণাই নদীতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক নির্মিত রাবার ড্যামের মাধ্যমে নদীর পানি সংরক্ষণের কারণে নদীর তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সুফল রাবার ড্যামের কারণে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রহস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা- পানি উন্নয়ন বোর্ড তা খতিয়ে দেখতে পারে। এ ব্যাপারে কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে কার্যক্রম সমন্বয় করতে হবে; প্রকল্প সমাপ্তির পর ইতোমধ্যে ১০ মাস অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের পূর্ণাংগ অডিট এখনও হয়নি। প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্নের জন্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত নদীর তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে বাস্তবায়িত কাজের স্থায়ী সুফল পাওয়া যাবে না। স্থায়ী সুফল প্রাপ্তির জন্য বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
০৮।	**গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন সাঘাটা বাজার ও তৎসলংগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।** অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি জুন,২০১৩ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে নানা সমস্যার কারণে প্রকল্পটি যথা সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।	০৮।	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত ১৩০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করতে হবে; সাঘাটা বাজার এলাকার বাস্তবায়িত তীর সংরক্ষণ কাজের শেষ স্থান হতে প্রায় ১.৫ কি:মি: ভাটিতে সাঘাটা উপজেলার বেড়া, হলদিয়া, কানাইপাড়া ও গোবিন্দপুর এলাকায় ভাঙ্গন প্রবণ এলাকার সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ভবিষ্যৎ-এ অনুমোদিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যকরী পদেক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; সংরক্ষিত নদী তীরে এলাকার জনগণ যাতে নৌকা

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
			ভিড়ানোর সময় খুটি গেড়ে বা এ্যাংকর বসিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে; প্রকল্পের আওতায় রির্জাভ ব্লক ও জিও ব্যাগ তৈরী না করা/সংখ্যা হ্রাসের বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিকে অবহিত করবে মর্মে উল্লেখ ছিল। কিন্তু তা প্রতিপালনের বিষয়ে তথ্য নথিতে পাওয়া যায়নি। বিধায় রিজার্ভ ব্লক ও জিও ব্যাগ তৈরী না করা/সংখ্যা হ্রাসের বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা অত্র বিভাগকে জানাতে হবে; প্রকল্পটির উপর দ্রুত **External Audit** সম্পাদন করতে হবে।
০৯।	**আপার সুরমা-কুশিয়ারা (৩য় সংশোধিত)** প্রকল্পের পাম্প হাউজের ইনটেক চ্যানেল নির্মাণ কাজে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাঁধা প্রদান করা হয়। দফায় দফায় কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রকল্পের অগ্রগতি অর্জন ব্যাহত হয়েছে মর্মে স্থানীয় জনসাধারণ ও বাপাউবো কর্মকর্তাগণ জানান। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ইনটেক চ্যানেলের স্লোপ নির্মাণকালীন সময় থেকেই বার বার ভেঙ্গে পড়েছে। জি.এল (Ground Level) থেকে ৪৫ ফুট গভীরতায় এটি নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে, স্লোপের ব্লকসমূহ এলোমেলো এবং কিছু জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছে। এছাড় চ্যানেলের যে অংশে (No Mans Land) এ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি সেখানে একটি পুকুর রয়েছে। পুকুরের পানি সী পেজ হয়ে স্লোপের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। ইনটেক চ্যানেলের মুখে কুশিয়ারা নদীর সংযোগস্থলে বিএসএফ কর্তৃক বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে খালের মাধ্যমে কুশিয়ারা নদীর যে পানি স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতো তাও বন্ধ রয়েছে। ফলে খালটি বন্ধ হয়ে পড়েছে।	০৯।	প্রকল্পটি জুলাই ২০০১ সালে শুরু হয়ে জুন, ২০১৬ তে প্রকল্প কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিলম্বের জন্য মন্ত্রণালয় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে পারে। এ উদ্যোগ না নিলে প্রকল্পের দীর্ঘ বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করা হবে; আলোচ্য প্রকল্পটিকে লার্নিং হিসেবে নিয়ে ভবিষ্যতে সীমান্ত এলাকায় এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় সমঝোতার মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে; প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ইনটেক চ্যানেলের অসমাপ্ত কাজ করতে এবং পাম্প হাউজ চালু করতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; ওয়ারেন্টি পিরিয়ড সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে অপারেটর শেড ও আনসার ভবন এর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও ফিনিশিং কাজসমূহ সম্পন্ন করে নিতে হবে; প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাঁধ ও সেচ অবকাঠামোসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে; ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে আরো সচেষ্ট হতে হবে, বার বার প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ পরিহার করে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।
১০।	**বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)** মোংলা-ঘোষিয়াখালী চ্যানেলটি নাব্যতা রক্ষায় নদী/খাল পূনঃখননের সংস্থান রেখে বাঁধ নির্মাণ বাদ দিয়ে এবং স্লুইস গেইট সমূহের অগ্রগতি যে অবস্থায় রয়েছে এ অবস্থায় অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি জুন/২০১৬ইং এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। যা একনেক কর্তৃক ০৯/০৭/২০১৭	১০।	প্রকল্পের আওতায় অসমাপ্ত কাজ সমূহ (রেগুলেটর ও বাঁধ নির্মাণ) বাদ দিয়ে ডিপিপি সংশোধন পূর্বক প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা মোংলা ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নব্যতা রক্ষার নিমিত্ত একটি সময় উপযোগী পদক্ষেপ মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ (নদী/খাল পুনঃখনন এবং বাধঁ পুর্নাবাসন) নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	তারিখে অনুমোদিত হয়।		রেগুলেটর নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমি, সরবরাহকৃত নির্মাণ সামগ্রী (স্টিল সীট পাইল) অকেজো অবস্থায় ফেলে না রেখে অন্যকোন চলমান প্রকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকল্পটি উপর দ্রুত External Audit সম্পাদন করতে হবে।
শিল্প সেক্টর:			
০১।	আলোচ্য প্রকল্পটিতে ১১১ ধরনের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, দেশি-বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে প্রায় ২৫০০ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এত সংখ্যক প্রশিক্ষনার্থীর প্রশিক্ষণ প্রয়োগিক/বাস্তব ক্ষেতে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে সে বিষয়ে কোন তথ্য উপাত্ত নেই।	০১।	ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ বাস্তবে প্রয়োগ করছে কিনা তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা যায়। প্রয়োজনে ডাটাবেজ করা যেতে পারে।
০২।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সরবাহকৃত বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি চলমান রয়েছে, তা পরিদর্শনকালে দেখা যায়। তবে কিছু যন্তপাতি যেমন: টিউব ফার্নেস, ডাটা লগার, লিকুইড প্যাস থার্মোমিটার ইত্যাদি চলমান নেই তা পরিদর্শনকালে দেখা যায়।	০২।	প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত যে সমস্ত যন্ত্রপাতি কর্মক্ষম নেই, তা দ্রুত মেরামত করে কর্মক্ষম করতে হবে।
০৩।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলোর নামকরন (লেভেলিং) নেই। উল্লেখ্য, লেভেলিং না থাকায় কোন যন্ত্রপাতি এ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ করা হয়েছে তা বুঝা যায় না।	০৩।	প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী ও আসবাবপত্রের নামকরন (লেভেলিং) করতে হবে।
০৪।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৫ বছর সময় ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ১ বছর বেশী (২৫%) বেশি। যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পূর্বেই সুফল পাওয়া যেতো।	০৪।	ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over-run না ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়।
০৫।	বেপজা'র নিজস্ব ১২৪.৭১ একর জায়গায় ড্রেজিং এর মাধ্যমে ৬৩৪.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূমি উন্নয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট নতুন শিল্প প্লটসমূহের মধ্যে এখনও ৩২টি শিল্প প্লট খালি আছে।	০৫।	অবিলম্বে এ প্লটসমূহ উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
০৬।	প্রকল্পটি বাস্তবান কালীন (২০০৮-২০১৬) ৮ বৎসর ৪ মাসে মোট ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী জনিত কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্নিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।	০৬।	প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালিক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য জনবল জরুরী প্রয়োজন না হলে বদলী/পরিবর্তন না করার সুপারিশ করা হলো।
০৭।	সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় প্রক্রিয়াধীন External Audit যথাশীঘ্র সম্পন্ন করতে হবে।	০৭।	প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন করে তা ছাপলিপি পরিকল্পনা ও আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।
০৮।	প্রকল্পটি প্রথম অনুমোদিত হয় ফেব্রুয়ারী ২০০৮-	০৮।	ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে যাতে

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয় ২০১০-১১ সাল থেকে যা পিসিআর এ প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রকল্প শুরুর বৎসরের চেয়ে প্রায় ২ বছর পর বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম দেরীতে শুরু করা হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।		সময় বেশী না লাগে এবং যথা সময়ে প্রকল্প শেষ করা যায় বা অস্বাভাবিক বিলম্ব না ঘটে সে বিষয়ে সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট থাকতে হবে।
বিদ্যুৎ সেক্টর:			
০১।	কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	০১।	কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
০২।	সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত।	০২।	সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপিতর বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
০৩।	প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত।	০৩।	বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
০৪।	প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত।	০৪।	প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়াগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষ্যতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
০৫।	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	০৫।	যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা না করে অপরিকল্পিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের কারণে কখনো প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বাস্তবসম্মত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন।
০৬।	উৎপাদনধর্মী ও সঞ্চালনধর্মী প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা।	০৬।	বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজের গতির সাথে সমন্বয় করে গ্রীড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত হয়না বিধায় সময়মত পাওয়ার ইভ্যাকুয়েশন সুবিধা সৃষ্টি করা যায়না। উৎপাদনধর্মী ও সঞ্চালনধর্মী প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।
০৭।	ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব।	০৭।	বিদ্যুৎ বিতরণধর্মী প্রকল্পে উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজে

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
			দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। বিশেষতঃ ভূমি অধিগ্রহণ কাজে বিলম্ব হয় বিধায় প্রকল্পের কাজের গতি ব্যাহত হয়। অতএব প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।
০৮।	পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব।	০৮।	প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টর:			
০১।	কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	০১।	কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন।
০২।	সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত।	০২।	সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
০৩।	প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত।	০৩।	প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়াগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে।
০৪।	পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব।	০৪।	প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
পরিবহণ সেক্টর:			
০১।	যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা।	০১।	প্রকল্প গ্রহণকালে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।
০২।	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ও পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা।	০২।	প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যথাসম্ভব প্রকল্প পরিচালককে বদলী করা যাবেনা। প্রয়োজনে ছোট ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলীর পরিবর্তে নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।
০৩।	প্রকল্পভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রম/ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে আর্থিক বছরভিত্তিক ছোট ছোট প্যাকেজে ঠিকাদার নিয়োগ করার প্রবনতা।	০৩।	প্রকল্প অনুমোদনের অনধিক ৬ মাসের মধ্যে প্রকল্পের বিপরীতে যথাসম্ভব সকল ঠিকাদার নিয়োগ/ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্পের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে প্যাকেজের সংখ্যা হ্রাস করা প্রয়োজন।
০৪।	ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা।	০৪।	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে যথাযথ মনিটরিং এবং জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।
০৫।	অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় অধিক সময় ও ব্যয়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা।	০৫।	অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ এবং কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। এ জন্য যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
০৬।	ইউটিলিটি স্থানান্তরে জটিলতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।	০৬।	ইউটিলিটি স্থানান্তরে সময়মত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
০৭।	PCR প্রেরণের পূর্বে অধিকাংশ সময়ে External Audit সম্পন্ন না করা	০৭।	প্রকল্পের সমাপ্তির সাথে সাথেই External Audit করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
০৮।	অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পটি 'ক' শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত। প্রকল্পটির বিভিন্ন অঙ্গ বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালকের যে আর্থিক ক্ষমতা থাকার কথা তার কোনটাই ছিল না। এর ফলে প্রকল্পের কাজসমূহ বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা যেমন- দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, সাইটে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, প্রয়োজনে সাইটে তাৎক্ষণিক কার্যসম্পাদন করতে না পারা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটির১২০% টাইম ওভার রান হয়েছে।	০৮।	ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে 'উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা' এর পরিপত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
০৯।	প্রকল্পের মেয়াদকাল শেষ হলেও এর অপারেশন কাজ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল নেই বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়। প্রকল্প চলাকালীন সংস্থার বিভিন্ন জেলায় অবস্থানরত দক্ষ জনবল দ্বারা ড্রেজিং এর অপারেশন কাজ পরিচালনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে অনেক লোক চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করায় ড্রেজিং এর অপারেশন কাজ পরিচালনা করা কষ্ট হচ্ছে। ফলে প্রকল্পটিরSustainability (টেকসইকরণ) নিয়ে সমস্যা দেখা যাচ্ছে।	০৯।	প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় জনবলের নিয়োগের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজনবোধে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে স্বল্প সময়ের জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন/প্রাইভেট কোম্পানির কাছে জাহাজ ২টি ইজারা দেয়া যেতে পারে।
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টর:			
০১।	Bangladesh Embassy in Tokyo was not well acquainted with the relevant domestic laws of Japan, i.e. The Law of Contract, the Municipality Act, etc.	০১।	The Ministry of Foreign Affairs is expected to advise, or issue a letter to Bangladesh High Commission or Bangladesh Embassy in abroad to study or review the relevant domestic laws of the host country especially the Law of Contract, The Tax Law or the Law of Revenues, the Municipality Act or Rules, the Environmental Law, etc prior to formulate the DPP of a development project. If the relevant laws of the host country are written in a language (other than the English Language) which is unintelligible to the officials of the particular High Commission, or Embassy, it is advised to recruit an expert or consultant to review the prepared DPP in line with the domestic laws of the host country in comparison

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
			with those of Bangladesh to run the project smoothly.
০২।	Procrastination in recruiting consultant for construction work as well as to mitigate the legal issues.	০২।	In recruiting consultant and designer from a host country, Bangladesh Embassy is supposed to be well connected with the Department of Architecture, Bangladesh;, Department of Public Works and relevant organisations to mitigate the pitfalls and shortcomings of Architectural Design, Structural Design, Electrical, Plumbing, etc so that our development project can implement accordingly without counterfeit and obstacles.
০৩।	Lacks in well-knit planning to complete the work within the time framework prescribed in the DPP, etc are the elementary causes of delaying the work longstanding 3 (three) years.	০৩।	Prior to adopt a large development project for Bangladesh Embassy abroad, the Ministry of Foreign Affairs will specially train some entry level and midlevel officials of those Embassies, or High Commissions to enhance the expertise so that our officials can monitor the implementation work efficiently and report to the Ministry of Foreign Affairs accordingly.
০৪।	মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রথম ০৩ (তিন) বছরে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে ০৬ (ছয়) বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে।	০৪।	মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রথম ০৩ (তিন) বছরে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে ০৬ (ছয়) বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সময় অধিকতর সতর্ক ও দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে করে এত বেশি টাইম ও ওভার রান (১০০%) না হয়।
০৫।	কোন কোন স্মৃতিস্তম্ভসমূহে নিরাপত্তার স্বার্থে কোন নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ করা হয়নি।	০৫।	স্মৃতিস্তম্ভসমূহ নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ করা দরকার।
০৬।	প্রকল্পের পিসিআর-এ অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সুস্পষ্টভাবে নেই। উপজেলা ভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মানের জন্য ব্যয়ের হিসাব পিসিআর-এ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।	০৬।	প্রকল্পের পিসিআর-এ অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সুস্পষ্টভাবে নেই। উপজেলা ভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মানের জন্য বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন আরও বিশদভাবে পিসিআর-এ উল্লেখ করতে হবে।
০৭।	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও মেয়াদ বৃদ্ধি।	০৭।	প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন/পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয়ে ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়।
০৮।	ডিজিটাল আর্কাইভস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চালু না হওয়া।	০৮।	ডিজিটাল আর্কাইভ সফটওয়্যারটি কর্মক্ষেত্রে পরিচালনা করে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
			প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার স্বার্থে বাস্তবায়নকারী সংস্থার ওয়েবসাইটে লিংকেজ স্থাপন করতে হবে।
০৯।	তথ্য হালনাগাদ না করা।	০৯।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ নিশ্চিত করতে হবে এবং এ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখবেন।
১০।	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু না রাখা।	১০।	নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
১১।	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।	১১।	প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পের পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয়ে ও সঠিক সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়।
১২।	মেডিক্যাল ইক্যুপমেন্ট স্থাপন না করা।	১২।	প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ইক্যুপমেন্টসমূহ স্থাপন ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করে তার পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।
১৩।	ডিজাইনে ত্রুটি থাকা।	১৩।	ভবনের ইউটিলিটি তারসমূহ সুনির্দিষ্ট ডার্কে স্থাপনের জন্য ডিজাইন সংশোধন করে সে মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
১৪।	অডিট সম্পন্ন না হওয়া।	১৪।	আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অডিট সম্পন্ন করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।
১৫।	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্ত করতে না পারা।	১৫।	সঠিকভাবে সময় নিরুপন করে প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৬।	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা।	১৬।	অনেক প্রকল্পে ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরে সংশোধন করার প্রবণতা পরিহার করার জন্য সঠিকভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও এপ্রাইজাল করে প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।
১৭।	বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার অভাব।	১৭।	বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।
১৮।	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন।	১৮।	প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যথাসম্ভব প্রকল্প পরিচালককে বদলী করা যাবেনা।
১৯।	প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্ত সকল প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয় না ফলে সময়মত প্রকল্পের মূল্যায়ন সম্ভব হয়না।	১৯।	প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্ত সকল প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।
শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টর:			
০১।	নির্মিত কাব স্কাউট ভবনসমূহে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় এপ্রোচ রোড, আবাসন ও যানবাহনের সংস্থান অপ্রতুল।	০১।	নির্মিত কাব স্কাউট ভবনসমূহে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় এপ্রোচ রোড, আবাসন ও যানবাহনের সংস্থানগত সমস্যা দুর করতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ সংস্থানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
			করা।
০২।	নির্মিত কাব ভবনসমূহে নিম্নমানের ছিটকিনি ও হ্যাচবোল্ট ব্যবহার।	০২।	নির্মিত ভবনসমূহে ব্যবহৃত নিম্নমানের ছিটকিনি ও হ্যাচবোল্ট পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা।
০৩।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মিত ভবনসমূহে নির্মাণাধীন সময়কালে অনেক অংশে যথাযথভাবে কিউরিং করা হয়নি বলে পরিলক্ষিত হয়।	০৩।	ভবনসমূহ নির্মাণাধীন সময়কালে যথাযথভাবে কিউরিং করতে হবে।
০৪।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে দরজা ও বেঞ্চসমূহ নিম্নমানসম্পন্ন পরিলক্ষিত হয়।	০৪।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে দরজা ও বেঞ্চসমূহ নিম্নমানসম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে খতিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করাসহ ভবিষ্যতে এগুলো গুণগতমানের ক্ষেত্রে সর্তক থাকা।
০৫।	বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, ফ্যান, লাইট প্রভৃতি যথাযথভাবে মেরামতপূর্বক ব্যবহারযোগ্য রাখার অভাব;	০৫।	বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, ফ্যান, লাইট প্রভৃতি যথাযথভাবে মেরামতপূর্বক ব্যবহারযোগ্য রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
০৬।	নির্মিত বিদ্যালয় ভবনের মূল ভীত মাটি থেকে বেশ কিছুটা উপরে এবং সিঁড়িগুলো অনেক খাড়া যা শিক্ষার্থীদের জন্য পেরিয়ে উঠা কষ্টকর।	০৬।	বিদ্যালয় ভবনের মূল ভীত মাটি থেকে বেশ কিছুটা উপরে এবং সিঁড়িগুলো অনেক খাড়া। বিদ্যালয়ে আগত শিশুরা যাতে সহজেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে সে লক্ষ্যে মাটি দিয়ে ভবনের মূল ভীতের সমান ভরাট করতে হবে।
০৭।	বিদ্যালয় ভবন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।	০৭।	বিদ্যালয় ভবন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
০৮।	প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষনের অভাব।	০৮।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
০৯।	নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন না করা।	০৯।	প্রকল্পের Audit দ্রুত সম্পন্ন করা।
১০।	প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ে পিসিআর প্রেরণ না করা।	১০।	প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করা।
১১।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়া।	১১।	প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১২।	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন সরকারের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সরকারী পরিবহন পুলে স্থানান্তর না করা।	১২।	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন সরকারের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সরকারী পরিবহন পুলে স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১৩।	ইউজিসি'র আওতাধীন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন থাকার পরও ভৌত কাজের ডিজাইন প্রনয়ণ ও ভৌত কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথকভাবে পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান রাখা।	১৩।	ইউজিসি'র আওতাধীন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন থাকায় ভৌত কাজ নিজস্ব জনবল দ্বারা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১৪।	উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৪।	উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ না করা।		আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা।
১৫।	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থানের অতিরিক্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা।	১৫।	প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্নয়ন পরিকল্পনা শৃঙ্খলা অনুসরণ করা।
১৬।	উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের স্টেকহোল্ডার যেমন- সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ব্যাংক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।	১৬।	ভবিষ্যতে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের স্টেকহোল্ডার যেমন- সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ব্যাংক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা।
১৭।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা না করা।	১৭।	আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করা।
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সেন্টর:			
০১।	নির্মাণাধীন ভবনে বসবাসের জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীর অভাব রয়েছে। এছাড়া সিনিয়র পদ ও জুনিয়র পদের সকল কর্মকর্তাদের হাউস রেন্ট কর্তনের বিষয়ে সমস্যা থাকার কারণে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে ফ্ল্যাট বরাদ্দ না দিতে পারায় বাসাগুলো দীর্ঘদিন অবহেলিত রয়েছে। যার কারণে ভবনের টাইলস, কল, বেসিন, জানালা, ফ্যান, লাইট, কেবল, পানির সংযোগ, গ্যাস লাইন ইত্যাদি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	০১।	প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়।
০২।	ভবনের চারিদিকে সমতল না হওয়ায় বৃষ্টির সময় ভবনের ছাদে পানি জমে থাকে এছাড়াও ভবনের বাইরের দিকটার নির্মাণ একেবারেই সাদামাটা করে নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনের মেঝে বারন্দা, সিড়ি, বাথরুম, টয়লেট অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। প্রকল্পে (২য় সংশোধিত) অনুমোদিত ডিপিপি ও পিসিআর এ উল্লেখিত ভবনের আয়তনের মধ্যে গরমিল লক্ষ্য করা গেছে।	০২।	প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়।
০৩।	ভবনের ২য় তলায় কিছুটা উন্মুক্ত স্থান রাখা হয়েছে কিন্তু এর উপরে কোন ছাদ বা শেড না থাকায় কাঠের ডিজাইন বা শৈল্পিক ইন্সটলেশন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভবনের আসবাবপত্র তৈরীতে নিম্নমানের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া কাঠের ওয়েদার পলিস করা হয়নি।	০৩।	প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়।
০৪।	বাস্তবায়িত প্রকল্পটির বেশিরভাগ কার্যক্রম রাজস্ব প্রকৃতির হলেও রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়না। স্টেডিয়ামের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে খুব অল্প পরিমাণে বাৎসরিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে যা দিয়ে স্টেডিয়ামের এতবড় অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন	০৪।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্ট আয়োজনের জন্য ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত এসব স্টেডিয়ামের অর্জিত আয় হতে বড় আকারের মূলধন ব্যয় ছাড়া ভেন্যু সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তহবিল গঠন করা যেতে পারে। অন্যান্য স্টেডিয়ামের

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	করা সম্ভব হয় না।		ক্ষেত্রেও পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খাতের ব্যয় সংশ্লিষ্ট স্টেডিয়ামের নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।
০৫।	প্রকল্পের আওতায় খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল্লা এর জন্য বৃষ্টির পানি থেকে মাঠ সুরক্ষার জন্য মোটর পাম্প খাতে ৪.৮০ লক্ষ বরাদ্দ ছিল এবং এ খাতের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে। অথচ পরিদর্শনকালে স্টেডিয়ামে জলাবদ্ধতার যে চিত্র পরিলক্ষিত হয় তাতে এ স্টেডিয়াম খেলা উপযোগি পর্যায়ে নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত মোটর পাম্প দিয়ে এত বেশি পানি অপসারণ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা অবহিত করেন। ঢাকার নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থানের কারণে এ স্টেডিয়ামের ব্যবহার উপযোগিতা অনেক বেশি বিধায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে এ স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু এত বড় আকারের অবকাঠামো সম্বলিত এ স্টেডিয়ামকে পুনঃরায় খেলা উপযোগি করতে আরও প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় হবে।	০৫।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভেন্যু হিসেবে নির্মিত/নির্মিতব্য স্টেডিয়াম হতে সবোর্চ্চ উপযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল্লার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে এ স্টেডিয়ামকে পুনঃরায় খেলা উপযোগি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ সেক্টর:			
০১।	প্রকল্পের কতিপয় অংগে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হওয়া যেমন: পরামর্শক, অফিস স্থাপন, সচেতনতা বৃদ্ধি, অনলাইন ব্রিস সফটওয়্যার ইনোভেশন, অনলাইন ম্যানুয়েল ডাটা এন্টি সিস্টেম; স্থানীয় ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রশিক্ষণ ও ডাটা এন্ট্রির কাজ ব্যাহত হয়; প্রকল্পের টিপিপি যথাযথভাবে প্রণয়নে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা এবং অনুমোদনে বিলম্ব হওয়া; তৃনমূল পর্যায়ে যথাসময়ে বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত করতে না পারা; সফটওয়্যারের দুর্বলতা, কতিপয় নিবন্ধক ও অপারেটরের সচেতনতার অভাব এবং রিমোট এলাকার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য অনলাইনে জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করতে না পারা; এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ মূল মেয়াদের তুলনায় অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।	০১।	ভবিষ্যতে প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি এমন ভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে সকল অংঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়; ভবিষ্যতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করার আগে যথাযথ ভাবে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যে কোন ধরনের ঝুকিঁর সম্ভাবনা আমলে নিয়ে বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে; প্রকল্পের টিপিপি যথাযথভাবে প্রণয়নকালে বাস্তবায়ন সক্ষমতার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে যাতে বিলম্ব না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে; যথাসময়ে বরাদ্দ প্রদানে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন অংশীদারের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর যে সকল ক্ষেত্রে চাহিদা রয়েছে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনে রাজস্ব খাত হতে সম্পন্ন করা যেতে পারে; এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করতে হবে।
০২।	আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনের	০২।	বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বেশী যন্ত্রপাতির তালিকা প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিসহ প্রণয়ন করে তা

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	তুলনায় অনেক বেশী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে (যেমন: অপারেশন টেবিলসহ অপারেশন থিয়েটারের যন্ত্রপাতিসমূহ)।		হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন এগুলোর কার্যক্ষমতা হ্রাস না পায়।
০৩।	সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না (যেমন: অপারেশন টেবিলের উপর স্তুপাকারে বিভিন্ন মালামাল সংরক্ষণ করা হচ্ছে যা টেবিলের অনেক ফাংশনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।		
০৪।	একটি আধুনিক মানের হাসপাতাল নির্মিত হলেও ব্যবস্থাপনা ত্রুটি কারণে হাসপাতালটি সেবা কায়ক্রম বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে বলে পরিদর্শনকালে মনে হয়েছে।	০৩।	নির্মিত আধুনিক মানের হাসপাতল পরিচালনার জন্য একটি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও প্রয়োজনীয় জনবলকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
০৫।	আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের জন্য ক্যান্সার ও জেনারেল স্বাস্থ্য সেবা দু'ধরণে সেবা প্রদানের জন্যই প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধা সৃষ্টির জন্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালটি মূলতঃ ক্যান্সারজনিত চিকিৎসা ও সেবা কার্যক্রম সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রদান করেছে। হাসপাতালের শয্যা ব্যবহারের হারও অপ্রতুল। পূর্ণ মাত্রায় হাসপাতালটির অবকাঠামো ব্যবহৃত না হলে এমন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত আবর্তক ব্যয় নির্বাহ করে এটিকে Sustain করানো কঠিন হবে। ফলে এ প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্যখাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানকৃত অর্থের পূর্ণ উপযোগ হবে না। এছাড়া আহ্ছানিয়া মিশন-এরও বিনিয়োগ একই কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।	০৪।	হাসপাতালটিকে পূর্ণ কার্যকর করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।
০৬।	যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হলেও ঐসকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সর্বোত্তম পর্যায়ে করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়নি(যেমন: ইসিজি, ইইজি ও ইকো রুম স্থাপন করে যন্ত্রাপাতি স্থাপন রা হলেও প্রয়োজনী জনবল না থাকায় ঐসল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে না)।		
০৭।	২টি প্রকল্পই ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। প্রচলিত নির্দেশনা অনুসারের এডিপিভুক্ত প্রকল্পরের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়ার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্ধারিত ছকে প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণের কথা থাকলেও তা প্রেরণ করা হয়নি। সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা আইএমইডিতে প্রেরণ করার জন্য আইএমইডি হতে একাধিকবার পত্র প্রেরণ, আইএমইডি'র সচিব কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ডিও	০৫।	প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ পরবর্তীতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ তা নিশ্চিত করবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	পত্র প্রেরণ করেও কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যায়নি। ইতোমধ্যে জুন ২০১৭ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সমাপ্ত প্রতিবেদন না পাওয়ায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর ডিও পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ নভেম্বর ২০১৭তে প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ১৮ মাস পর সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ অনাকাঙ্খিত।		
০৮।	মূল প্রকল্পটি ৩ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও পরবর্তীতে আরো ৩ বছর ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়েছে যা কাঙ্খিত নয়। সংশোধনকালে ৩ বছর ৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ৫৬৪৮.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল খাতের ব্যয়, গাড়ী ও অন্যান্য ইক্যুইপমেন্ট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও অন্যান্য ওভারহেড ব্যয় ঠিকই বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে এ বিলম্বের কারণে পূর্বাহ্নে ব্যয়িত অর্থের উপযোগীতা প্রাপ্তিও বিলম্বিত হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির এবং তার ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধির এ সংস্কৃতি নিরম্নৎসাহিত করতে হবে।	০৬।	মূল প্রকল্পটি ৩ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও পরবর্তীতে আরো ৩ বছর ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়েছে যা কাঙ্খিত নয়। সংশোধনকালে ৩ বছর ৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ৫৬৪৮.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল খাতের ব্যয়, গাড়ী ও অন্যান্য ইক্যুইপমেন্ট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও অন্যান্য ওভারহেড ব্যয় ঠিকই বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে এ বিলম্বের কারণে পূর্বাহ্নে ব্যয়িত অর্থের উপযোগীতা প্রাপ্তিও বিলম্বিত হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির এ সংস্কৃতি নিরুৎসাহিত করতে হবে। মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির বিলম্বের মূল কারণসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঐ সকল কারণসমূহ প্রতিকারে ব্যবস্থা নিবে।
০৯।	টাঙ্গাইল জেলা সদর হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলটির কার্যক্রম হাসপাতালের অভ্যন্তরে একটি ছোট কক্ষে পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত সেন্টারে প্রকল্পের দায়িত্বরত ৩ জন বসতে পারলেও সেবা নিতে আগত নারী ও শিশুরা বসতে অসুবিধা হয়। অপরদিকে, সেলটি হাসপাতালের অভ্যন্তরে স্থাপন করায় সাধারণ জনগণ সেলটি খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য।	০৭।	জেলা পর্যায়ে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেল স্থাপনের ক্ষেত্রে আয়তনে বড় কক্ষ নেয়া প্রয়োজন এবং সাধারণ জনগণ যাতে এ সেন্টার/সেল সহজে খুঁজে বের করতে পারে ভবিষ্যতে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
১০।	**<u>ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ</u>** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ৫ বছরে মোট ৫ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্যেক প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয় এবং প্রত্যেকেই এ প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক বার বার বদলীর কারণে প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়। প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন মোটেই সমীচীন নয়।	০৮।	ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন পরিহার করতে হবে এবং পরিবর্তন একান্ত আবশ্যকীয় হলে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন বিষয়ক কমিটিতে বিবেচনা করতে হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
১১।	**৩০% গরীব রোগীদের চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত আলাদা রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ না করাঃ** "বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা" অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের প্রাক্কালে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। হাসপাতালে বর্তমানে স্বল্প পরিসরে ৩০% গরীব রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হলেও এ চিকিৎসার বিষয়ে আলাদা কোন রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করা হয় না।	০৯।	৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং তা একটি আলাদা রেজিষ্ট্রারে এবং কম্পিউটার ডাটাবেইজে রোগীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে চাইলে তা জানা সম্ভব হয়।
১২।	প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় মূল শুমারি পরিচালনা করা হয়েছে ২০১১ সালে। শুমারি তথ্যের Secondary Analysis ও বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা প্রণয়নের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ধার্য করা হয়েছিল জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবায়ন অদক্ষতার কারণে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকায় প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ বছর ০৬ ছয় মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ০২ (দুই) বার সংশোধন করা হয়। আদমশুমারির মত গুরুত্বপূর্ণ একটি শুমারি পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশ করার জন্য এত দীর্ঘ (জুন, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫) মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন অভিপ্রেত নয়। তথ্য সময়মত প্রকাশ না করা হলে তথ্যের উপযোগিতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের অপচয় ঘটে।	১০।	আদমশুমারিসহ বিভিন্ন ধরনের শুমারি পরিচালনা করা বিবিএস এর নিয়মিত চলমান কাজ। এ ধরনের কাজে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক পদে ঘন ঘন পরিবর্তন না করাই সমীচীন। এছাড়া সঠিক ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা ও বারংবার প্রকল্প সংশোধনের প্রবণতা পরিহার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ সব বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।
১৩।	এই দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পে "প্রকল্প পরিচালক"পদে পরিবর্তন এসেছে ০৭ (সাত) বার। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের কারণেও প্রকল্পের গতিতে মন্থরতা এসেছে।	১১।	শুমারির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য শুমারী পরিচালনার পর যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে প্রকাশ করার লক্ষ্যে সর্বাত্নক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুবা শুমারির তথ্যের উপযোগিতা হ্রাস পাওয়ার কারণে সরকারি অর্থের বিনিয়োগের কার্যকারিতাও হ্রাস পায়।
১৪।	প্রকল্পের উপর এক্সটার্নাল অডিট পরিচালনা করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অডিটে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ এবং আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তি সম্পর্কিত কোন ব্যাখ্যা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি।	১২।	প্রকল্পের উপর পরিচালিত এক্সটার্নাল অডিটে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ (যদি থাকে) যথাশীঘ্র নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
১৫।	প্রকল্পের আওতায় ফিল্ড পর্যায়ের জন্য ২৩ টি এবং সদর দপ্তরের জন্য ০৩ টি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছিল। প্রকল্প সমাপ্তির পর গাড়ীগুলো সম্পর্কে এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইএমইডি বরাবরে একটি পত্র প্রেরণের মাধ্যমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।	১৩।	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ গাড়ী জমা দেয়া বা সংরক্ষণ করার বিষয়টির সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন পুল সরাসরি সম্পৃক্ত; আইএমইডি'র এ বিষয়ে কোন সম্পৃক্ততা নেই।
সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন সেক্টর:			
০১।	প্রকল্পের আওতায় সব ট্রেডে প্রশিক্ষণের জন্য যে ১০ দিন মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয়েছে তা ট্রেড অনুযায়ী যথাযথ/পর্যাপ্ত হয়নি। এর মধ্যে বিষয়ভিত্তিক ট্রেডের জন্য ৭ দিন এবং বাকি ৩ দিন সামাজিক ও যুব সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। নার্সারী ট্রেডের জন্য যে সময়ের দরকার হবে পোল্ট্রি, গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরন, ছাগল ও ভেড়া পালন ট্রেডের জন্য তুলনামূলক বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে বলে মনে হয়।	০১।	কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ট্রেড অনুযায়ী যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় দক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রিসোর্স পারসন নির্বাচনের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।
০২।	প্রকল্পের আওতায় ১০ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক, ব্যবহারভিত্তিক নয়। স্বল্পমেয়াদী এ প্রশিক্ষণে শুধুমাত্র কোর্স সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে প্রশিক্ষিতদের প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী সব প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কোন মূল্যায়ন ছাড়া সনদপত্র প্রদান করা হয়। এতে প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ ও মানসম্মত হয়না বলে প্রতীয়মান হয়। ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও শর্ত পূরণ ছাড়া তা আর কোনভাবে মূল্যায়ন করা হয়না।	০২।	প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসু ও মানসম্মত করতে হলে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তত্ত্ব জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক নির্ভর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা যেতে পারে।
০৩।	উৎপাদিত পণ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণের/ বাজারজাতকরনের অভাবে খামারীরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেনা। এর কারণে প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর অনেক যুবই উদ্যোগ সৃষ্টি/প্রকল্প গ্রহনে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। বাজারজাতকরণ ও ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের জন্য যথাযথ সমন্বয় ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।	০৩।	ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহনকালে খামারী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের জন্য তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ/বাজারজাতকরনের ব্যবস্থার সংস্থান/পণ্য বাজারজাতকরন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সংস্থান থাকতে হবে। এতে খামারীরা উপকৃত হবেন এবং অন্যরা তা দেখে খামার সৃষ্টিতে অনুপ্রানিত হবেন।
০৪।	**<u>প্রকল্পের সবগুলো তথ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম যথাসময়ে চালু না হওয়াঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পটি ১৪/০৬/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই ২০১১-১২ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ১ম অর্থবছরের কার্যক্রম চালু করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ও জনবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় ২০১১-	০৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ও জনগণকে প্রকল্পের সুফল পেতে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ডিপিপিতে প্রণীত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নের শুরু হতেই বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	১২ অর্থবছরের শুরু থেকে তথ্য কেন্দ্রগুলো পুরোপুরি চালু করা যায়নি। **<u>প্রকল্পের মূল সেবা গ্রহণে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হওয়াঃ</u>** তথ্য কেন্দ্রগুলোতে আগত সেবা গ্রহীতা এবং প্রকল্প থেকে প্রতিটি কেন্দ্রের আওতায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তির ধরণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, মোট ২৬৩৩২৯ জন মহিলা প্রকল্প থেকে সেবা পেয়েছেন। তন্মধ্যে ওজন মাপা, ডায়াবেটিস, প্রেসার মাপা, হিমোগ্লোবিন টেস্ট, জ্বরের তাপমাত্রা দেখা, কৃষি কাজে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়ে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বেশী প্রতীয়মান হয়েছে। তথ্য কেন্দ্রে ইন্টারনেট ও ইমেইল ব্যবহারকারী, চাকুরীর ফরম পূরণ, চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি দেখা, ভর্তি ফরম পূরণ ইত্যাদি সেবা গ্রহীতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। তথ্য কেন্দ্রে নিয়োগকৃত তথ্য সহকারী/জুনিয়র তথ্য সহকারীগণের প্রকল্প থেকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানই ছিল মূল কাজ। অর্থাৎ প্রকল্পের মূল সেবা তথ্য প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ও ইমেইল যোগাযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র এলাকার নারীদের মাঝে গুরুত্ব কম ছিল।		প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরন ভিত্তিক সকল সেবা গ্রহীতাদের যোগাযোগের ঠিকানাসহ ডাটাবেইজ দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে এ সকল সেবা প্রহীতাদের পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা যায়; প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম ছিল তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন। সে হিসেবে তথ্য কেন্দ্রগুলোতে আগত মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ও ইমেইল যোগাযোগের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা সমীচীন ছিল। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি যথাযথ প্রতিপালন করতে হবে।
০৫।	**<u>গুরুত্বপূর্ণ পদ শূণ্য থাকা:</u>** প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত মোট ৫০টি কেন্দ্রের প্রতিটির জন্য ১১ প্রকারের জনবল আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে ৩৫ কেন্দ্রে MTRV ভ্যান চালু থাকায়এ সকল কেন্দ্রে গাড়ী চালকের ০১টি করে পদ রয়েছে। পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ৬৪৫টি পদের বিপরীতে শূণ্য পদ রয়েছে ১৫২টি। উল্লেখ্য, নীলফামারী কেন্দ্র পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ক্লিনিকাল অকুপেশনাল ও স্পিচ এন্ড ল্যাঞ্জুয়েজ থেরাপিস্ট পদ দুটি দীর্ঘদিন যাবত শূণ্য। ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রেও এ পদ দুটি সহ থেরাপী সহকারী ও ক্লিনিকাল ফিজিওথেরাপস্টি পদগুলো শূণ্য। থেরাপী সহকারী ব্যতিত সকল পদই ০১টি করে। ফলে কোন পদ শূণ্য থাকলে প্রতিবন্ধী রোগীরা উক্ত কর্মীর নিকট হতে কোন সেবা পাননা। বিশেষত, কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপিস্ট এর কাজ হলো একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সেবার জন্য আসলে সর্বপ্রথম তার prescription করা এবং prescription অনুযায়ী অন্যান্য থেরাপিস্ট গণ কাজ করেন। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি শূণ্য থাকলে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সেবা হতে বঞ্চিতহন।	০৫।	ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিত সেবা ও সাহায্য প্রদানের জন্য অবিলম্বে শূণ্য পদ গুলো পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অটিস্টিক শিশু ও নিউরো সমস্যা জনিত প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য নিউরো বিশেষজ্ঞ নিয়োগের নিউরো বিশেষজ্ঞের ১টি পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। খ) সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রগুলো প্রতিবন্ধী বান্ধব করে স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী সাহায্য ও সেবা কেন্দ্রসমূহ প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী কয়েকটি ধাপে নির্মাণ করা যেতে পারে। গ) অকেজো ও অচল যন্ত্রপাতিগুলো মেরামত করে অথবা মেরামত করা সম্ভব না হলে নতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। ঘ) প্রতিবন্ধীদের প্রদেয় সেবা মানসম্মত করার লক্ষ্যে সাহায্য ও সেবা কেন্দ্রগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	এছাড়া দেখা যায় যে, এক কেন্দ্রের জনবল অন্য কেন্দ্রে সংযুক্তিতে রয়েছেন। ফলে তার মূল কর্মস্থলে তার পদটি শূন্য রয়েছে এবং উক্ত এলাকার প্রতিবন্ধীরা সেবা পাচ্ছেননা। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপিস্ট না থাকায় ক্লিনিকাল ফিজিওথেরাপিস্ট ফিজিওথেরাপী রিলেটেড রোগের জন্য prescription করেন; তবে নাক কান গলার সমস্যা জনিত কারণে প্রতিবন্ধী রোগীদের সমস্যা/রোগ নির্ণয়ের হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ফলে চিকিৎসা গ্রহণ করতে আসা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়।		
০৬।	**<u>কিছু কিছু কেন্দ্র ভবনমানসম্মত নয়:</u>** নীলফামারী কেন্দ্রটি পরিদর্শনে দেখা যায় যে, যে বাড়িটি ভাড়া করে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে তা অনেক পুরাতন। বাড়ির কোন কোন অংশে প্লাস্টার খসে পড়ছে। তবে ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রটি অপেক্ষাকৃত মানসম্পন্ন ভাড়া করা বাড়িতে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের শ্রবন শক্তি নির্ণয় এর জন্য audiometricianথাকলে শ্রবণ প্রতিবন্ধী বান্ধব অর্থাৎ soundproof room নাই এই ভাড়া বাড়ি গুলোতে। এছাড়া অধিকাংশ কেন্দ্রের autism কর্নারটি সঠিক ভাবে নির্মাণ করা হয়নি বিশেষতঃ autism কর্ণারের মেঝেতে Foam বিছানো নেই ফলে শিশুদের পড়ে যেয়ে ব্যাথা পাবার আশংকা থেকে যায়।		
০৭।	**<u>গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকাঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় ৫০টি কেন্দ্রের জন্য মোট ৭৪ প্রকারের মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অধিকাংশ কেন্দ্রের ফিজিওথেরাপির জন্য গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি যেমন: Infra Red Radiation (IRR), Short Wave Diathermy (SWD), Ultrasound Traction machine, Continuous passive movement machine, Electric muscle stimulatorএবংTENS (Digitaltherapy machine) -এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মেশিন গুলো নষ্ট। এছাড়া অধিকাংশ কেন্দ্রে দীর্ঘদিন যাবৎ IPS গুলো অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এ বিষয়ে নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা জানান মেশিনগুলো জেলা পর্যায়ে মেরামত করা সম্ভব হয়না কেননা জেলায় তেমন বিশেষায়িত মেশিন মেরামতের প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে মেশিনগুলোকে ঢাকায় পাঠাতে হয়। এত সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। নষ্ট মেশিন গুলোর মেরামতের কোন		

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	পরিকল্পনা আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে প্রকল্পের মূল কার্যালয় ঢাকায় এর সহকারী পরিচালক জনাব সেলিম হোসেন জানান নতুন মেশিন ক্রয় করে পুরাতন মেশিনগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে।		
০৮।	**নিউরো মেডিসিন ও শিশু বিশেষজ্ঞ নেই:** প্রতিবন্ধীদের অনেকেই মস্তিকে সমস্যা জনিত কারণে প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে। এছাড়া এদের একটি বড় অংশ হলো শিশুরা। ফলে কোন শিশু বিশেষজ্ঞ এবং নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ না থাকায় এ জাতীয় রোগীদের সেবা প্রদান সেবা ব্যাহত হচ্ছে মর্মে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁও জানান। এ সকল প্রতিবন্ধীদের হাত ও পা এর রেগুলার ও ফ্রি মুভমেন্ট এর জন্যশুধু মাত্র ব্যায়াম করানো হচ্ছে।		
০৯।	**প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র গুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব:** অধিকাংশ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী চিকিৎসায় ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকায় রোগীদের সেবার জন্য ঢাকায় বিশেষত পঙ্গু হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় মর্মে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা নীলফামারী জানান। **প্রকল্পের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণনা করা:** প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি হতে দেখা যায় যে, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের মূল কার্যালয় এবং প্রতিটি প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার, ফার্নিচার ও অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় থেরাপি ইকুইপমেন্ট, সহায়ক যন্ত্রপাতি ও সহায়ক ডিভাইস ও ক্রয় করা হয়েছে। তবে উল্লেখিত জিনিসপত্র/মালামাল এর সংখ্যা/পরিমান অর্থাৎ কতগুলো কেনা হয়েছে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য **PCR** (Project Completion Report) হতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ সেলিম, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও অডিট), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে একটি ক্রয় পরিকল্পনা দেন কিন্তু তিনি সংখ্যা/পরিমাণের বিষয়ে কোন তথ্য প্রদান করতে পারেননি।		
১০।	**যথাযথভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে:** প্রকল্প পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের তথ্যাদি নির্দিষ্ট নথিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর জন্য ১টি নথি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। দেখা যায় যে, শিশুটি Crisis	০৬।	ক) প্রকল্পটি শেষ হলেও শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নামে **কর্মসূচি**র আদলে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য শূণ্য পদ গুলো পূরণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে সরকারের নিকট হতে অনুমতি নিয়ে বিকল্প পদ্ধতিতে

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	Management সেন্টারে আগমনের পর Case Manager শিশুটি সম্পর্কে assessment করেছেন, Care Plan তৈরী করেছেন, শিশুর শিক্ষা সম্পর্কিত Report তৈরি করেছেন educator, সাইকোলজিস্ট নির্ধারিত ফরমে শিশুর ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করেছেন এবং life skill trainer শিশুকে প্রদত্ত Vocational প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য নির্ধারিত ফরমেটে সংরক্ষণ করেছেন। এছাড়া শিশুদের পরিবারে reintegrate করার পর ০৬ মাস পর্যন্ত follow up এর প্রতিবেদনও প্রত্যেক শিশুর নথিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।		কোটাভুক্ত পদগুলো পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভাতা কার্যক্রম এবং SCAR প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুতকৃত অটোমেশন সফটওয়্যারটি অবিলম্বে চালু করতে হবে। গ) ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের ড্রপ আউট রেট কমানোর লক্ষ্যে ড্রপ আউটের কারণ বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘ) শিশুদের বসবাসের জন্য সুবিধাজনক স্থানে শিশুবান্ধব স্থায়ী নিবাস/ভবন তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যা শিশুদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক হবে। ঙ) শিশুদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখার জন্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যে সমস্ত শিশুরা স্কুলে যায় তাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ির সংস্থান করা প্রয়োজন।
১১।	**ড্রপ আউট:** পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু হতে এই ১১টি কেন্দ্রের সর্বমোট ৬২৪৫ জন (বালক ৩০৪৭ বালিকা ৩১৯৮) শিশু ভর্তি হলেও পুর্নবাসন করা হয়েছে ৪২০৪ জন শিশুকে অর্থাৎ ২৫২ জন শিশু সেন্টার থেকে চলে যায়। এ বিষয়ে রংপুর জেলায় ডিপিডি জানান প্রথমদিকে শিশুদের অনেকটা আবদ্ধ করে রাখার ফলে ড্রপআউটের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে শিশুদের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করা হলে শিশুরা নিজেদের মাঝে বন্ধুত্ব তৈরী করে ফলে তাদের মধ্যে সেবা কেন্দ্র ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবনতা বর্তমানে পূর্বের তুলনায় কমে গিয়েছে।		
১২।	**কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন পদ শূণ্য থাকা:** পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মোট জনবল ২৮৬ এর মধ্যে কর্মরত আছেন ২১৯ জন। মোট ৬৭টি পদ শূণ্য রয়েছে। এই সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক জানান সরকারি বিধি মোতাবেক কোটা পদ্ধতি অনুসরন করে নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। ফলে যে সকল কোটায় জনবল পাওয়া যায়নি বিশেষত মুক্তিযোদ্ধা কোটায়পদগুলো শূণ্য রয়েছে। এছাড়া অনেক কর্মচারী অন্যত্র চাকুরি হওয়ায় চাকুরি ছেড়ে দিয়েছেন। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হাউজ মাদার/ব্রাদার, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর, সাইকোলজিস্ট, কেস ম্যানেজার, লাইফস্কিল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসার এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো শূণ্য রয়েছে। ফলে শিশুদের সেবা প্রদান ব্যহত হচ্ছে।		
১৩।	**কেন্দ্রগুলোর অবস্থান:** প্রায় ১০০ জন শিশু বসবাসের উপযোগী ভাড়া বাড়িতে প্রকল্পের আবাসিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অধিকাংশ বাড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র হতে অনেক দূরে অবস্থিত। ফলে যেসকল শিশুরা স্কুলে যাওয়া আসা করে তাদের জন্য স্কুলে যাতায়ত অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া অনেক বাড়ির সামনে শিশুদের খেলার জন্য পর্যাপ্ত স্থান		

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	নেই। প্রকল্পের রংপুর এলাকার উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান ১০০ শিশু অবস্থানের মতো ভাড়া বাড়ি পাওয়া অনেক সময়ই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া অনেক বাড়ির মালিক শিশুদের বসবাসের জন্য বাড়ি ভাড়া দিতে চান না। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়েই মূল শহর হতে অনেকটা দূরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া ভাড়া বাড়ি সকল সময় শিশুদের উপযোগী থাকে না যেমন- খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত উন্মুক্ত জায়গা থাকে না। এছাড়া পরিদর্শনকালে শিশুদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখার জন্য কোন আলমারি কিংবা কোন র‍্যাক দেখা যায়নি।		
১৪।	**<u>অটোমেশন সফটওয়্যার চালু না হওয়া:</u>** প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী এ প্রকল্পের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা সিস্টেমকে অটোমেশন এর আওতায় আনয়নকল্পে MIS বাস্তবায়নের জন্য ০২/০৭/২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে (১২ মাস) TechnoVista Limited এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে software টি এখনোও চালু করা সম্ভব হয়নি। সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (কার্যক্রম) জানান software টি চালু করার জন্য Data এন্ট্রি প্রয়োজন। বর্তমানে Data এন্ট্রি এর কাজ চলমান আছে এবং ৫০% Data এন্ট্রি করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ওয়ারেন্টি এর মেয়াদ পার হয়ে গিয়েছে। ফলে সফটওয়্যারটি চালু হলেও Trial and error পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হবে এ বিষয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (কার্যক্রম)জানান সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে এই সফটওয়্যারটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে। উল্লেখ্য SCAR প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সেবা প্রদান ও এ জাতীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য পরিকল্পিত সফটওয়্যারটি নির্মিত হলেও তা এখনও পর্যন্ত চালু হয়নি।সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (কার্যক্রম) জানান সফটওয়্যারটি তৈরি করা হয়েছে, তবে সকল সরকারি Software Host করার জন্য BCC(Bangladesh Computer Council) এ আবেদন করতে হয়। সফটওয়্যারটি বর্তমানে Host করার জন্য BCC এর পদক্ষেপ এর অপেক্ষায় রয়েছে; যার ফলে সফটওয়্যারটি চালু করা হলেও Trial and error পর্যায়ে সফটওয়্যারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।		

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
১৫।	**স্কুলে যাতায়াতকারী শিশুদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা না থাকা:** প্রকল্পের আওতায় ১১টি সেন্টারে ২২ টি মোটর সাইকেল সরবরাহ করা হয় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য। এই মোটর সাইকেলগুলোকে আউটরিচ ওয়ার্কার এবং সোসাল ওয়ার্কারগণ শিশুদের খুঁজে বের করা, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করেন। তবে অধিকাংশ কেন্দ্র মূল শহর থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় স্কুলে যাতায়াতকারী শিশুদের জন্য সমস্যা হয়ে দাড়ায়। এই প্রসঙ্গে ডিপিডি রংপুর কেন্দ্র জানান মেয়ে শিশুরা দূরের স্কুলে যাতায়াত করে ফলে অনেক সময়ই কেন্দ্রে ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। এতে শিশুদের নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে যায়।		
জনপ্রশাসন সেক্টর:			
০১।	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ ব্যয় থোক হিসেবে দেখানো হয়।	০১।	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ ব্যয় থোক হিসেবে না দেখিয়ে আইটেম অনুযায়ী দেখানো প্রয়োজন যাতে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা থাকে।
০২।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব।	০২।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত লোকবলের পদায়ন করতে হবে।
০৩।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে সার্বিক প্রশিক্ষণের অভাব।	০৩।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৪।	প্রকল্প দলিল যথা টিপিপি যথাযথভাবে প্রণয়ন না হওয়া।	০৪।	যথাযথভাবে প্রকল্প দলিল প্রণয়ন করা।
০৫।	প্রকল্পটির নতুন অর্থায়নকারীর অন্তর্ভুক্তি, বিভিন্ন আইটেমে ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রেষণ/প্রকল্প ভাতার সংস্থানসহ ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের সংশোধন করা হয়।	০৫।	প্রকল্প দলিল প্রণয়নকালে উন্নয়নসহযোগী, বিভিন্ন আইটেমের ব্যয়, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার লোকবল ও ভাতার বিষয়সমূহতে গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
০৬।	মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে বাস্তবায়নকাল ৩ বছর থাকলেও সংশোধনের সময় বাস্তবায়নকাল আরও ১বছর ৯ মাস বাড়ানোর ফলে মোট বাস্তবায়ন কাল হয় ৪ বছর ৯ মাস। এতে মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ৪৩.৭৫%।	০৬।	সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে কিছু কিছু খাতের ব্যয় (যেমন- জনবলের বেতন ভাতা, যানবাহন মেরামত/পরিচালন ইত্যাদি)বৃদ্ধি পায়। মূল প্রকল্পটি ৩ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১ বছর ৯ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি মোট ৪ বছর ৯ মাস চলমান থাকে। অত্যাবশ্যকীয় না হলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্কৃতি পরিহার করা বাঞ্চনীয়।
০৭।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ৪ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে। সকল প্রকল্প পরিচালক ছিলেন খন্ডকালীন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।	০৭।	প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্বিঘ্ন ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করা এবং প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা বাঞ্চনীয় হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
০৮।	পিএফআই পর্যায়ে সুদের হার বেশী।	০৮।	এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে পিএফআই পর্যায়ে সুদের হার ৫% কম হওয়া প্রয়োজন, যাতে উদ্যোক্তারা কম সুদে ঋণ নিয়ে প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হয়।
০৯।	পিএফআই কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুকূলে বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট প্রেরণ করতে হয়, পিএফআই এর ভাষ্যমতে অনেক বেশি রিপোর্টিং এর কারনে তাদের অনেকে এ প্রকল্প হতে ঋণ নিতে আগ্রহী নয়।	০৯।	রিপোর্টিং সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা যেতে পারে।
১০।	প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের শাখা স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত শাখা হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২২০৭৯৩৮১.৪০. কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। তবে উক্ত অফিসের জন্য এখন জনবল কাঠামো, অফিস স্পেস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান না করায় উক্ত শাখা অফিসটি তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না।	১০।	এই প্রকল্পের আওতায় বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্ম পদ্ধতি অন্যান্য কর অঞ্চলে সম্প্রসারনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের শাখা অফিস স্থাপন করা হলেও এর জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল, অফিস স্পেস এবং অন্যান্য বিষয়ে অরগানোগ্রাম অনুমোদন করা হয় নাই। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
১১।	কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চলে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষনের জন্য যে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে তা পরিপুর্নভাবে কাজে লাগাতে অতিরিক্ত জনবল ও অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।	১১।	কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চলে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষনের জন্য যে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে তা পরিপুর্নভাবে কাজে লাগাতে অতিরিক্ত জনবল ও অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
১২।	প্রকল্পের আওতায় করদাতাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১১ টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হলেও জনবল কাঠামা, অফিস স্পেস সহ অন্যান্য বিষয়ে অরগানোগ্রামের অভাব রয়েছে।	১২।	প্রকল্পের আওতায় করদাতাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১১ টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হলেও জনবল কাঠামা, অফিস স্পেস সহ অন্যান্য বিষয়ে অরগানোগ্রামের দ্রুত প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
১৩।	আইসিটি বিভাগের আওতায় স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার বা নির্মিতব্য Four Tier Data Centre এ সাইবার ক্রাইম বিষয়ক মামলার আলামত সংরক্ষণ করার বিষয়ে কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি।	১৩।	আইসিটি বিভাগের আওতায় স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার বা নির্মিতব্য Four Tier Data Centre এ সাইবার ক্রাইম বিষয়ক মামলার আলামত সংরক্ষণ করার বিষয়টি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৪।	তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে এনএপিডি'র প্রশিক্ষণ সংক্রান্তসক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, ডেস্কটপ কম্পিউটার-১১০টি, সার্ভার-২টি, ল্যাপটপ-৩৪টি, ইউপিএস-১২১টি, এমএমপি-১৩টি, মাল্টিমিডিয়া ক্যামেরা-৭টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-৭টি, ল্যাজার প্রিন্টার-১২টি, হ্যাভি ডিউটি	১৪।	সরবরাহকৃত ফটোকপিয়ার মেশিন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, এসি, ফ্যাক্স মেশিন, ভল্টেজ স্টেবলাইজার, স্ক্যানার, সার্ভার এবং বেক-আপ ডিভাইস, ভিডিও কনভারেন্স ডিভাইস, স্ক্রিনসহ প্রোজেক্টর, সৌর প্যানেল, লিফট ইত্যাদির মেরামত ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিকর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। এগুলি কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে তার একটি ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করতে হবে যাতে পরবর্তীকালে প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি/সামগ্রীর অবস্থান

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	লেজার প্রিন্টার-৪টি, কালার প্রিন্টার-২টি, কম্পিউটার চেয়ার টেবিল-১০২সেট, স্ক্যানার-১২টি, ওয়েব ক্যামেরা-৬২টিএবংঅডিওভিজুয়াল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার রেকর্ড প্রকল্প অফিসে পাওয়া যায়।		নিশ্চিত করা যায়।
১৫।	প্রকল্পের রেকর্ড অনুযায়ী ডরমেটরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এলসিডি টিভি৮টি, খাট ১১৪টি, ড্রেসিং মিরর ৪৫টি, রিডিং টেবিল ১১৫টি, রিডিং চেয়ার ১১৯টি, ক্যাবিনেট ৭৯টি, ম্যাট্রেস ১১৫টি, তোষক ১০৫টি, বেডশীট ১১৬টি, বেডকভার ১০৫টি, বালিশ-১২১, কভারসহ বালিশ ২৪২টি, সোফা ০৮সেট, সাইড টেবিল-৪টি, ডাইনিং টেবিল-২০টি, ডাইনিং চেয়ার৮০টি,কম্পিউটার টেবিল-০৫টি, মাল্টি পারপাস সেলফ-০৪টি, স্টীল আলমিরা-০২টি, স্টীল কেবিনেট-০২টি রেকর্ড প্রকল্প অফিসে পাওয়া যায়।	১৫।	ঐ
১৬।	একাডেমির জিমন্যাসিয়ামটি আধুনিকায়ণের জন্য ব্যায়ামের সরঞ্জামসহ অভ্যন্তরীণ খেলার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। সৌর শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপানের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন এবং ১টি লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে।	১৬।	ঐ
১৭।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ৫ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে। সকল প্রকল্প পরিচালক খন্ডকালীন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।	১৭।	প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্বিঘ্ন ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করা এবংপ্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা বাঞ্চনীয় হবে।
১৮।	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধাদি টেকসই করার নিমিত্ত ইক্যুইপমেন্টসমূহ রাজস্ব খাতের আওতাভূক্ত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী থেকে জানানো হয়।	১৮।	প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সকল আইটি সুযোগ-সুবিধা টেকসই করার জন্য সহায়ক আইটি সেক্টরের জনবল স্থায়ীভাবে নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।
১৯।	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে মোট ৫ বছর ৮ মাস সময় লেগেছে। মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে বাস্তবায়নকাল ২ বছর ৮ মাস থাকলেও সংশোধন করে বাস্তবায়নকাল আরও ৩ বছর বাড়ানো হয়।	১৯।	মূল প্রকল্পটি ২ বছর ৮ মাস মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৩ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি মোট ৫ বছর ৮ মাস চলমান থাকে। সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে কিছু কিছু খাতের ব্যয় (যেমন জনবলের বেতন ভাতা, যানবাহন মেরামত/পরিচালন ইত্যাদি)বৃদ্ধি পায়। অত্যাবশ্যকীয় না হলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্কৃতি পরিহার করা বাঞ্চনীয়। ভবিষ্যতে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
			প্রয়োজন।
২০।	এনএপিডি'র নিজস্ব জনবল, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডিসহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে স্থানীয় স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক শিক্ষা সফরের আয়োজনকরা হয়েছে।	২০।	এনএপিডি কতৃকপরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষকগণদের বদলী যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।
২১।	প্রকল্প চলাকালীন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিকল্পনা বিভাগ হতে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কখনই প্রকল্পটি পরিদর্শন করেনি।	২১।	সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং জোরদার করতে হবে।
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টর:			
০১।	প্রকল্পে পর্যাপ্ত জনবল না ধরা।	০১।	পর্যাপ্ত জনবল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাখতে হবে।
০২।	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা নিজেই ব্যয় করার তথ্য যথাযথভাবে পাওয়া যায়নি।	০২।	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ব্যয় করার তথ্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে সংরক্ষণ করতে হবে।
০৩।	প্রকল্প হতে ক্রয়কৃত ইকুইপমেন্ট ব্যবহারে সচেতনতার অভাব	০৩।	প্রকল্প হতে ক্রয়কৃত ইকুইপমেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত্নবান ও সচেতন হতে হবে।
০৪।	পি সি আর যথাসময়ে আইএমইডি'তে পাওয়া যায়নি।	০৪।	পি সি আর যথাসময়ে আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।
০৫।	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যধিক বিলম্ব।	০৫।	প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তব সম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
০৬।	কাজের গুনগতমান সংক্রান্ত।	০৬।	কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন।
০৭।	প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত ।	০৭।	বিদ্যমান সরকারের নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারী পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
০৮।	প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত।	০৮।	প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টর:			
০১।	**<u>প্রকল্পের কতিপয় অঙ্গের বাস্তবায়ন না করাঃ</u>** অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং কনটিনজেন্সি খাতের কোন কাজ সম্পন্ন করা হয়নি এবং এ খাত দুটির মোট ৫৬.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮২.৯১ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকল্প সমাপ্তিতে মাত্র ৪০.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ১৪২.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি।	০১।	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ১৮২.৯১ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ৪০.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অবশিষ্ট ১৪২.৩৯ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকার ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। যা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথা সক্ষমতা ঘাটতি নির্দেশ করে। ভবিষ্যতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্প গ্রহণকালে সংস্থার সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
০২।	**ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে সাড়ে ৪ বছরে মোট ৩ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে প্রকল্প পরিচালক/ম্যানেজার পরিবর্তন করা হয় এবং প্রত্যেকেই এ প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক বার বার বদলীর কারণে প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন মোটেই সমীচীন নয়।	০২।	প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ২২.১৫% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের বাকি অর্থ ব্যয় না করা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য সিংহভাগ অর্জিত না করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আইএমইডিকে অবহিত করবে।
০৩।	**প্রকল্প পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের দুর্বল ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ৩ বছরের স্থলে সাড়ে ৪ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। অথচ, অনুমোদিত টিপিপি সংস্থানকৃত অর্থের মাত্র ২২.১৫% অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। বাকি ৭৭.৮৫% অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি'র অর্থ ফেরৎ দেয়া হয়েছে। এতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দুর্বল ব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।	০৩।	ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন পরিহার করতে হবে এবং পরিবর্তন একান্ত আবশ্যকীয় হলে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন বিষয়ক কমিটিতে বিবেচনা করতে হবে।
০৪।	**অনুমোদিত আরটিপিপি'র অংগের সাথে পিসিআর-এ বর্ণিত অংগের অসামঞ্জস্যতাঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ অনুমোদিত টিপিপি সংস্থানকৃত অংগের ব্যয় উল্লেখ না করে টিপিপি বহির্ভূত ৩টি অংগের ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে (পিসিআর Chapter-B, অনুচ্ছেদ ৫.০)। পিসিআর-এ ৩টি অংগের অনুকূলে ১৪৪৭.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ অনুমোদিত আরটিপিপি অংগের ব্যয়ের কোন সামঞ্জস্য নেই। অপরদিকে, পিসিআর প্রকল্প ব্যয় ২৮৩৩.৯২ লক্ষ টাকা প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু অংগ ভিত্তিক ব্যয়ের সাথে মিল নেই। অংগ ভিত্তিক ব্যয়ের বিষয়ে প্রকল্পের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসারকে কয়েকবার টেলিফোনে জানানো হলে তিনি ইমেইলে তথ্য প্রেরণ করেন। যাতে প্রকল্প ব্যয় দেখানো হয়েছে ২৮০২.৩৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্প পিসিআর ও ইমেইলে প্রেরিত তথ্যে গড়মিল রয়েছে। যা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী।	০৪।	অনুমোদিত আরটিপিপি'র বহির্ভূত অংগে ব্যয় করা সম্পূর্ণ নিয়ম-নীতি পরিপন্থী। প্রকল্পের অনুমোদিত আরটিপিপি সংস্থান অপেক্ষা ব্যয় এবং পিসিআর-এ প্রকল্প ব্যয়ের ভুল তথ্য প্রদর্শন করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'কে অবহিত করবে।
০৫।	**Printing & Publications অংগে আরটিপিপি অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় আরটিপিপিতে এ খাতে ১৬.৪০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ খাতে ২৬.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে অতিরিক্ত ১০.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কোন ব্যাখ্যা প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে পাওয়া	০৫।	প্রকল্পের Audit (Internal & External) যথাশীঘ্র সম্পন্ন করতে হবে এবং তা আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	যায়নি।		
০৬।	**প্রকল্পের Audit সম্পর্কে পিসিআর-এ উল্লেখ না করাঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ৫টি অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয় এবং ডিসেম্বর ২০১৫-এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে Internal & External Audit সম্পন্ন করা হয়েছে কি-না তা পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়নি।	০৬।	ভবিষ্যতে যথাযথ Feasibility Study সম্পন্ন করে Need-based প্রকল্প গ্রহণ যুক্তিসংগত হবে। প্রায় একই ধরনের কার্যক্রমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (কম প্রাক্কলিত মূল্যের) অনেকগুলো প্রকল্প গ্রহণ না করে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড টিপিপি'তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করাই শ্রেয়। এ ধরনের প্রকল্পের যেসব কার্যক্রমের (সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, র‍্যালী, কর্মশালা, ম্যানুয়েল তৈরি, আলোচনা সভা ইত্যাদি) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে দৃশ্যমান কোন Outcome পাওয়া যায় না সে সকল কার্যক্রম আয়োজনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে। আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
০৭।	পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্য অনুসারে প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত ১১৫১.৪১ লক্ষ টাকা মধ্যে ৭১.৭৮ লক্ষ টাকা অথবা ৭১.৩১ লক্ষ টাকা অব্যয়ি থাকার কথা। এ অব্যয়িত অর্থ প্রচলিত নিয়মানুসারে সমর্পণ করা হয়েছে কি-না সে সর্ম্পর্কে পিসিআর-এ কোন কিছু উল্লেখ নেই।	০৭।	প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থের বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং কোন অর্থ অব্যয়িত পাওয়া গেলে তা প্রচলিত নিয়মানুসারে সমর্পন করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
০৮।	প্রকল্পে কোন কোন বছরে Internatl Audit বা External Audit সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন অডিট আপত্তি আছে কি-না, অডিট আপত্তি না থাকলেও সেসম্পর্কে পিসিআর-এ তথা প্রদান করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা দেয়া হয়নি।	০৮।	প্রকল্পে কোন কোন বছরে Internatl Audit বা External Audit সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন অডিট আপত্তি আছে কি-না, সেসম্পর্কে ভালভাবে খতিয়ে দেখে তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে।
০৯।	ফুসকুরী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রীমংগল এবং পাত্রখোলা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কমলগঞ্জ এ দুটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অফিসের চালের টিন ঠিক মত স্থাপন না করার কারণে টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। ফলে বৃষ্টির সময় কেন্দ্র দুটিতে কাজে ভীষণ সমস্যা হয়।	০৯।	ফুসকুরী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রীমংগল এবং পাত্রখোলা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কমলগঞ্জ এ দুটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অফিসের টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ার বিষয়টি নির্মাণজনিত ত্রুটি কি-না তা পরীক্ষাপূর্বক যথাশীঘ্র সম্ভব মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
১০।	চা শিল্প শ্রমকল্যাণ বিভাগ, শ্রীমংগল এবং তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, ঢাকা-তে ভবনের কোন কোন দেয়ালের চুনকাম বা রং ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র এবং ট্রেনিং রুমের একটি ওয়ালের প্লাষ্টার ভেংগে গিয়েছে।	১০।	চা শিল্প শ্রমকল্যাণ বিভাগ, শ্রীমংগল এবং তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, ঢাকা-এর ভবনগুলোতে যেসব দেয়ালের চুনকাম বা রং নষ্ট হয়ে গিয়েছে তা পুনরায় চুনকাম বা রং করা এবং তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র এর ট্রেনিং রুমের একটি ওয়ালের ভাংগা প্লাষ্টার মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
১১।	সরেজমিন পরিদর্শনকৃত প্রায় সবগুলো শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগলে অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। যা অফিস পরিচালনা ও বসবাসের সুষ্ঠু পরিবেশের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।	১১।	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
১২।	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অধিকাংশ কর্মকর্তা/কর্মচারি স্টেশনে অবস্থান না করার কারণে তাঁদের জন্য	১২।	শ্রম কেল্যাণ কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য কোয়ার্টারগুলো যাতে অব্যবহৃত অবস্থায় খালি পড়ে না

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	নির্মিত কোয়ার্টারগুলোর প্রায় সবই অব্যবহৃত অবস্থায় খালি পড়ে আছে। এভাবে কোয়ার্টারগুলো দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় খালি পড়ে থাকলে ক্রমেই সেগুলো বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।		থাকে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
১৩।	**প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ:** প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮০৯.৭১ লক্ষ (US$ 1,028,424.44) টাকা। প্রকল্পের অনুকুলে ৭৫৬.৩০ লক্ষ (US$ 961,869.44) টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। অব্যয়িত ৫৩.৪১ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমাদানের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।	১৩।	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮০৯.৭১ লক্ষ (US$ 1,028,424.44) টাকা। প্রকল্পের অনুকুলে ৭৫৬.৩০ লক্ষ (US$ 961,869.44) টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। অব্যয়িত ৫৩.৪১ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমাদানের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৪।	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত: BFFEA-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক, মাস্টার ট্রেইনার, কো-ট্রেইনার, মালিক ও এসোসিয়েশেন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় Labour law 2006 and its Amendment 2013; Labour Rules-2015; Occupational Safety and Health; Risk Assessment; Formation of participation Committee; Formation of Safety Committee; Trade union; Workplace Cooperation ইত্যাদি বিষয়ে খুবই ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির পূর্বে শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে কোন ধারনা ছিল না। পক্ষান্তরে অনেক মালিকপক্ষও জানতো না যে শ্রমিকদের কি কি অধিকার রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে একটি সুন্দর সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে আলোচনায় জানা যায়। উল্লিখিত প্রশিক্ষণগুলো রিফ্রেসম্যান্ট হিসেবে পরবর্তীতে করা প্রয়োজন বলে BFFEA- এর কর্মকর্তা ও শ্রমিকরা মত প্রকাশ করেন।	১৪।	এই প্রকল্প হতে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিশেষত শ্রম আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের বিষয়টি ভবিষ্যতে গৃহিতব্য প্রকল্পে বিবেচনা করা যেতে পারে।
১৫।	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৮৮.০০ লক্ষ (US$ 2,513,123) টাকার বিপরীতে পিসিআর-এ প্রকল্পের ব্যয় ১৯৮৮.০০ লক্ষ (US$ 2,454,428) টাকা দেখানো হয়েছে। কিন্তু আইএলও কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (পৃষ্ঠা নম্বর-২৩) প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে US$ 2,409,300। ইউএস ডলার ভিত্তিতে প্রকল্পের পিসিআর-এ উল্লেখিত ব্যয়ের সাথে প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ব্যয়ের গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাপ সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।	১৫।	প্রকল্পের পিসিআর-এ উল্লিখিত প্রকল্প ব্যয়ের সাথে আইএলও পরিচালিত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রকল্প ব্যয়ের গড়মিল থাকার বিষয়টি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে এবং কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা যথানিয়মে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
১৬।	প্রকল্পের টিপিপি ও প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ মোতাবেক স্টাডি ট্যুরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, ইআরডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণের সংস্থান থাকলেও প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, উক্ত স্টাডি ট্যুরে টংগী আইআরআই-এর ৩ জন এবং খুলনা আইআরআই-এর ২ জনসহ সর্বমোট ৫জন প্রতিনিধি ইতালীতে ৫দিনের স্টাডি ট্যুর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। স্টাডি ট্যুর-এর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটেছে।	১৬।	প্রকল্পের স্টাডি ট্যুর আয়োজনে টিপিপি-তে উল্লিখিত সংস্থানের ব্যত্যয়ের কারণ অনুসন্ধান ও দায়-দায়িত্ব নিরূপনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
যোগাযোগ সেক্টর:			
০১।	প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক না থাকায় চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।	০১।	নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করতে হবে।
০২।	Gigabit Passive Optical Network (GPON) and Outside Plant (FTTx) স্থাপন করায় গ্রাহকের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত Optical Fiber এর মাধ্যমে অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা সার্ভিস এর সাথে টেলিফোন সংযোগ দেয়ার সংস্থান করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রচারের অভাবে গ্রাহক পর্যায়ে এই সার্ভিস প্রদানের পরিমাণ খুবই অল্প।	০২।	প্রয়োজনীয় প্রচারের অভাবে গ্রাহক পর্যায়ে এই সার্ভিস প্রদানের পরিমাণ খুবই অল্প। পর্যাপ্ত মার্কেটিং এর কার্যক্রম বাড়িয়ে, FTTx Network এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সম্পৃক্ত করে এই সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে স্থগিত GPON সুবিধাদি বৃদ্ধি করতে হবে।
০৩।	শেরে বাংলা নগর, তেজগাঁও ও গুলশান-১সহ বাংলাদেশের যে সকল স্থানে এ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংস্থাপন করা হয়েছে সে সকল যন্ত্রপাতির গায়ে প্রকল্পের নাম, ক্রয়ের তারিখ, ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার তারিখসহ ক্রমিক নম্বর লিপিবদ্ধ/ট্যাগিং নাই।	০৩।	শেরে বাংলা নগর, তেজগাঁও ও গুলশান-১সহ বাংলাদেশের যে সকল স্থানে এ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংস্থাপন করা হয়েছে সে সকল যন্ত্রপাতির গায়ে প্রকল্পের নাম, ক্রয়ের তারিখ, ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার তারিখসহ ক্রমিক নম্বর লিপিবদ্ধ/ট্যাগিং করতে হবে।
০৪।	সারাদেশে মোট ৩৯টি এক্সচেঞ্জ স্থাপনায় মোট ১১,৭০০ গ্রাহক ক্ষমতার ADSL স্থাপন করে গ্রাহক পর্যায়ে Broadband Internet Service দেয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি।	০৪।	সুষ্ঠুসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে এ সার্ভিস বাড়াতে হবে।
০৫।	টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বোর্ড রুম/সুইচ রুম অথবা যে সকল স্থানে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি রয়েছে সে সকল স্থান সিসিটিবি ক্যামেরার আওতাভুক্ত নাই।	০৫।	টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বোর্ড রুম/সুইচ রুম অথবা যে সকল স্থানে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি রয়েছে সে সকল স্থান সিসিটিবি ক্যামেরার আওতাভুক্ত আনতে হবে।
০৬।	এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিটিসিএল কর্তৃক প্রদেয় সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে/জনগণকে অবহিত করাসহ নিজস্ব 'ওয়েবসাইট' প্রণয়ন ও চালু এবং বহুল প্রচারের (বাংলা ও ইংরেজিতে লিফলেট প্রণয়ন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার ইত্যাদি) ব্যবস্থা নাই।	০৬।	এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিটিসিএল কর্তৃক প্রদেয় সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে/জনগণকে অবহিত করাসহ নিজস্ব 'ওয়েবসাইট' প্রণয়ন ও চালু এবং বহুল প্রচারের (বাংলা ও ইংরেজিতে লিফলেট প্রণয়ন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার ইত্যাদি) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
০৭।	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের স্থিত রাডার সিস্টেমকে শক্তিশালীকরণে গাজীপুর ও রংপুর কেন্দ্রের জন্য অত্যাধুনিক S-band Doppler	০৭।	প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও রংপুর কেন্দ্রের জন্য প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্ট সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	Radar সিস্টেমে উন্নীত করে এতদ্বসংক্রান্ত লে-আউট প্লান, রাডার টাওয়ারের স্টাকচারাল ডিজাইন এবং রাডার সিস্টেমের স্পেসিফিকেশন জাপানী কনসালটেন্ট প্রস্তুত করে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করেছে। হস্তান্তরিত ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক।		করবে। যাতে করে প্রকল্পের মূল কার্যসম্পাদনে প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্ট প্রাপ্তি সহজতর হয়।
গণসংযোগ সেক্টর:			
০১।	**প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ কোষাগারে জমা দেয়াঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শপূর্বক অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।	০১।	প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ অবিলম্বে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
০২।	**সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও দেশি-বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ** আলোচ্য প্রকল্পটিতে বেশ কিছু ধরনের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, দেশি-বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা প্রশিক্ষণের দক্ষতা প্রয়োগিক/বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে সে বিষয়ে সুবিন্যস্ত তথ্য উপাত্ত এবং ফলোআপের অভাব রয়েছে।	০২।	ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ বাস্তবে প্রয়োগ করছে কিনা তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা যায়। প্রয়োজনে ডাটাবেজ করে এর ফলোআপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৩।	**টিভি টক শো:** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিপিপি অনুযায়ী ৪০টি টিভি টকশো করার কথা থাকলেও ২৪টি করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে জানানো হয় যে টিপিপিতে টিভি টকশো'র ব্যয় প্রাক্কলন সঠিক হয়নি, নির্ধারিত ব্যয়ে তাই ৪০টি টকশো করা যায়নি।	০৩।	ভবিষ্যতে গ্রহীতব্য প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় ও প্রাক্কলন সঠিকভাবে নিরুপন করতে হবে।

উপসংহার:

গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে গৃহীত মোট প্রকল্প সংখ্যার (১,৫৪৮টি) শতকরা প্রায় ১৫.৫০% ভাগ (২৪০টি) সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের উপর সমগ্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সমমানের এবং সমপর্যায়ের প্রকল্প প্রণয়নকালীন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনের এই সারসংক্ষেটি এডিপি সেক্টর অনুযায়ী হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি সামষ্টিক চিত্র পাওয়া যাবে।